রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, আগস্ট ৫, ২০১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

(ই-সার্ভিস পলিসি এন্ড এ্যাক্ট অধিশাখা)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৫ আগস্ট ২০১৫ খ্রিঃ

নং ৫৬.০০.০০০০.০২৭.২২.০০৮.১৪-৯৬—রূপকল্প: ২০২১ বাস্তবায়ন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে সরকার "জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০১৫" প্রণয়ন করেছে। ইহা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আব্দুল মান্নান
যুগ্মসচিব।

মূল্য ঃ টাকা ৫৬.০০

জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০১৫

ক. প্রস্তাবনা (**Preamble**)

বর্তমান বিশ্বে উন্নয়নের অন্যতম প্রধান উপাদান হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি স্বীকৃত। বর্তমান সরকার প্রযুক্তি-ভিত্তিক উন্নয়নের মাধ্যমে দেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করতে রূপকল্প ২০২১: ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। এ স্বপ্ন পূরণে দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রসার ও প্রয়োগে পালনীয় নির্দেশিকা হিসেবে সরকার জুলাই ২০০৯-এ জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০০৯ প্রণয়ন করে। এরপর এ নীতিমালায় বর্ণিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় যা বাস্তবায়নের ফলে বিগত পাঁচ বছরে সমাজের সকল স্তরে বিশেষ করে দেশের পশ্চাদপদ এলাকায় আইসিটি সুবিধা পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয়। দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, বাণিজ্য, অর্থনীতি, প্রশাসনসহ প্রায় সকল খাতে গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। সেই সাথে জনসেবার গুণগতমান বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দ্রুত পরিবর্তনশীল। বিভিন্ন সৃজনশীল প্রয়োগের মাধ্যমে প্রযুক্তি আত্মীকরণের ফলে বিগত পাঁচ বছরে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তনের কারণে নীতিমালায় বর্ণিত কিছু করণীয় বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা ক্ষেত্র বিশেষে হ্রাস পেয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০০৯ কে বাস্তবতা ও সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখতে পরিমার্জন করা প্রয়োজন। এ নীতিমালার অনুচ্ছেদ খ-এ নীতিমালাকে হালনাগাদ রাখতে নির্দেশনাও রয়েছে। এই প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নীতিমালার পরিমার্জন ও সংশোধনের জন্য একটি কমিটি গঠনপূর্বক সংশ্লিষ্টদের সাথে সভা ও কর্মশালা এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা করা হয়। এ সকল সভা, কর্মশালা হতে প্রাপ্ত সুপারিশ এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে নীতিমালার ভাষাগত ত্রুটি সংশোধন, করণীয় বিষয়ের ক্রম পরিবর্তন, প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী ও অগ্রাধিকার পুনঃনির্ধারণসহ সংযোজন ও পরিমার্জন করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় পূর্বের ৩০৬টির স্থলে এখন ২৩৫টি করণীয় বিষয় স্থির করা হয়েছে। বর্ণিত অবস্থায় সংশোধন ও পরিমার্জন করে জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৫ হিসেবে পুনর্গঠন করা হয়।

ক.১ জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালার যৌক্তিক ভিত্তি **(Rationale)**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এর সংবিধানে সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৯নং অনুচ্ছেদের ভাষ্য নিম্নরূপঃ

> ‘‘১৯. (১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন।
>
> (২) মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।’’

দেশের সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদ এবং বিপুল মানব সম্পদের কার্যকর এবং বহুল ব্যবহার করার মাধ্যমে উন্নয়নের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন করার জন্য সংবিধানের এই মূল্যবোধ সঞ্চারে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। তাই এ নীতিমালা রাষ্ট্রের সকল পরিকল্পনাবিদ এবং নির্বাহী কর্মকর্তাদের জন্য একটি অনুসরণীয় নির্দেশিকা। একই সাথে এটি বেসরকারি খাত, এনজিও এবং সুশীল সমাজের জন্য বিনিয়োগ, সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ এবং ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে জনসেবা প্রদানের জন্য একটি সার্বিক নির্দেশনা।

ক.২ বর্তমান প্রেক্ষাপট ও প্রবণতা (**Present Context and Future Trends)**

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর বছর ২০২১ সাল। এ সময়ের মধ্যে সরকার রূপকল্প ২০২১: ডিজিটাল বাংলাদেশ এর লক্ষ্য অর্জনে ডিজিটাল প্রযুক্তিকে উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে ব্যবহার করে বিভিন্ন ক্ষেত্রের (যেমন- দ্রব্যমূল্য, দারিদ্র, ন্যায়বিচার, সামাজিক সমতা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জলবায়ু পরিবর্তনসহ) চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। এ কারণে বিগত পাঁচ বছরে সরকার ডিজিটাল প্রযুক্তি বা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিনির্ভর প্রশাসন ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, জনসেবা ব্যবস্থা উন্নয়নসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এক্ষেত্রে জনসাধারণের প্রত্যাশা পূরণে সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে গৃহীত উদ্যোগ বাস্তবায়নে ব্যাপক সাফল্য অর্জন সম্ভব হয় এবং তা প্রশংসিতও হয়। তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসারের কারণে তা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও মানুষের উৎসাহ বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। মোবাইল প্রযুক্তি এক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে সারা দেশে মোবাইল নেটওয়ার্কের বিস্তৃতি ঘটেছে এবং দেশের মানুষ এ প্রযুক্তির সুফল ভোগ করছে।

বিগত ২০০৯ সালে মোবাইল ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল ৫.২৪ কোটি। এ সংখ্যা বছর-প্রতি ২১ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়ে মে, ২০১৫ সালে ১২.৫৯ কোটিতে উন্নীত হয়। এছাড়া, বর্তমানে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৪.৭৪ কোটি।

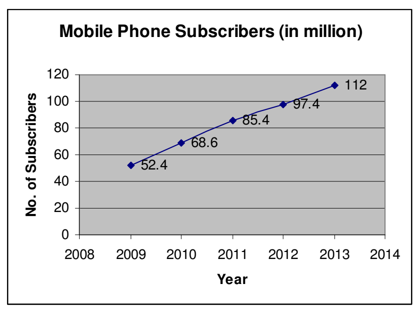

চিত্র-১: মোবাইল ব্যবহারকারী

এর পাশাপাশি দেশে মোবাইল ও ইন্টারনেট ভিত্তিক তথ্য ও সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নয়ন হয়েছে। এক্ষেত্রে জীবন ও জীবিকার সাথে প্রযুক্তিকে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এর ফলে পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় ইন্টারনেটসহ অন্যান্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মানুষের কাছে অনেক বেশী অর্থবহ হয়েছে।

দেশের ৫,২৭৫ টি ইউনিয়ন, ওয়ার্ড ও পৌরসভা এ ‘ডিজিটাল সেন্টার’ স্থাপনের মাধ্যমে এ ব্যবস্থা দেশের ইউনিয়ন পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে। এসব কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ এখন তাদের জীবনঘনিষ্ট নানাবিধ কাজ সম্পাদন করতে পারছে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে পরীক্ষার ফলাফল, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির তথ্য, চাকুরী বিষয়ক তথ্য,

ইউটিলিটি বিল পরিশোধ, ই-মেইল যোগাযোগ, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, মোবাইল ব্যাংকিংসহ বিভিন্ন সরকারি সেবা। ক্রমশ: ইন্টারনেট ও প্রযুক্তিভিত্তিক সেবা গ্রহণে মানুষের আগ্রহও বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লেখ্য, ডাক বিভাগের ৮৫০০ ডাকঘরকে 'ডিজিটাল সেন্টার' হিসেবে রূপান্তরের কাজ করতে হবে, যার মধ্যে ৪,৮০০ টি ইতোমধ্যে 'ডিজিটাল সেন্টার' এ রূপান্তরিত হয়েছে।

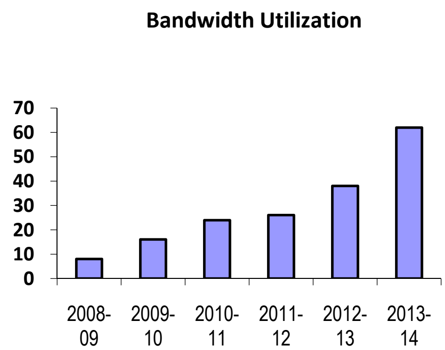

চিত্র-২ : ব্যান্ডউইড্থ ব্যবহার

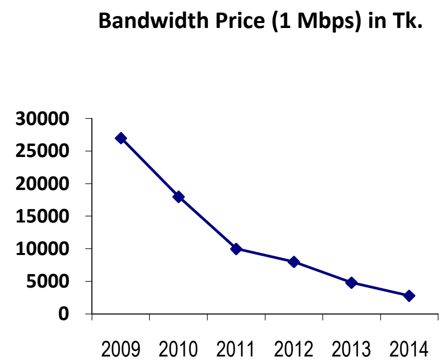

চিত্র-৩ : ব্যান্ডউইড্থ মূল্য

এসব কারণে দেশের জন্য সংগৃহীত বিপুল পরিমাণ অব্যবহৃত ব্যান্ডউইড্থ এখন বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে যার প্রতিফলন চিত্র-২ এ দেখানো হয়েছে। ব্যান্ডইউড্থ-এর ব্যবহারিক উপযোগিতা বৃদ্ধিতে অন্যান্য কারণের পাশাপাশি এর মূল্যহ্রাস একটি বড় ভূমিকা পালন করে। ২০০৮ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে ১ এমবিপিএস ব্যান্ডউইড্থ এর মাসিক মূল্যহার ৯২ শতাংশ হ্রাস করা হয়েছে (চিত্র-৩)। এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, এসব পদক্ষেপের কারণে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে ব্যাপক হারে (চিত্র-৪)।

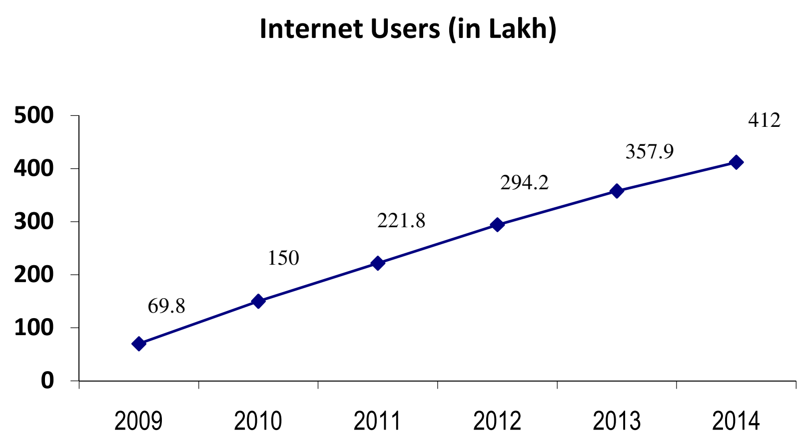

চিত্র-৪ : ইন্টারনেট ব্যবহারকারী

সরকারি পর্যায়ে ইন্টারনেট ও প্রযুক্তি-ভিত্তিক কার্যক্রমের বহুল প্রসার ঘটেছে। সকল জেলার তথ্য বাতায়ন, জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের ই-সেবা কেন্দ্র, মন্ত্রণালয় ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবভিত্তিক তথ্য ও সেবা এবং অন্যান্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিভিত্তিক নানাবিধ কার্যক্রম প্রবর্তনের ফলে প্রশাসনিক কার্যক্রমে গতিশীলতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান একীভূত নেটওয়ার্কের আওতায় আনয়নের উদ্যোগ বাস্তবায়িত হচ্ছে যা প্রশাসনকে জনসাধারণের প্রত্যাশা অনুযায়ী আরো স্বচ্ছ ও গতিশীল করে তুলবে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকারের সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করছে দেশের আইসিটি শিল্প। দেশের আইসিটি খাতকে গতিশীল রাখতে সৃজনশীল নানা উদ্যোগের পাশাপাশি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে আইসিটি শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। রপ্তানি বৃদ্ধিতে আউটসোর্সিং এদেশের আইসিটি শিল্পের জন্য অত্যন্ত উপযোগি উপখাত হিসেবে ইতোমধ্যে স্থান করে নিয়েছে। আউটসোর্সিং এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সমগ্র বিশ্বের কাছে একটি সম্ভাবনাময় দেশ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। বিশ্বখ্যাত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান গার্টনার ২০১০ সনে বাংলাদেশকে পৃথিবীর শীর্ষ ৩০টি আউটসোর্সিং স্থানের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে। এছাড়া সার্বিক বিবেচনায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে বাংলাদেশের সাফল্যে নেটওয়ার্ক রেডিনেস ইনডেক্স (NRI) এ ২০০৮ সনে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩০ হতে ২০১৩ সনে ১৬ ধাপ এগিয়ে ১১৪তে উন্নীত হয়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের বিকাশে বাংলাদেশ সরকারের এ যাবৎ অর্জিত সাফল্যের ধারাবাহিকতায় চলমান কার্যক্রম যেমন-হাইটেক পার্ক ও সফটওয়্যার টেকনোলজী পার্ক প্রতিষ্ঠা, দেশব্যপী সরকারি তথ্য নেটওয়ার্ক উন্নয়ন, National Population Register(NPR) উন্নয়ন এবং অন্যান্য ছোট বড় উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়িত হলে ২০২১ সালের পূর্বেই কাংখিত ১০ শতাংশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক হবে। সরকার, আইসিটি শিল্প ও জনগণের সম্মিলিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির উচ্চহার অর্জন ও তা বজায় রাখার মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে উন্নীত করা সম্ভব হবে।

ক.৩ কাঠামো ও অনুসৃত রীতি **(Policy Structure & Conventions)**

একটিমাত্র রূপকল্প, ১০টি উদ্দেশ্য, ৫৪টি কৌশলগত বিষয়বস্তু এবং ২৩৫টি করণীয় বিষয়কে এ নীতিমালায় পিরামিড আকারে ক্রমবিভক্ত করে সাজানো হয়েছে।

রূপকল্প ও উদ্দেশ্যকে জাতীয় লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হয়েছে। বৃহত্তর উদ্দেশ্যের সাথে মিল রেখে কৌশলগত বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে, যার সুফল আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে পাওয়া যাবে।

কর্ম-পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য নিম্নরূপ মেয়াদ স্থির করা হয়েছেঃ

- স্বল্প মেয়াদী (২০১৬ সাল),
- মধ্য মেয়াদী (২০১৮ সাল), এবং
- দীর্ঘ মেয়াদী (২০২১ সাল)।

তবে যে সকল করণীয় বিষয়াদি বাস্তবায়নে অপেক্ষাকৃত বেশি সময় লাগতে পারে, সেগুলো একাধিক মেয়াদব্যাপী বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হয়েছে।

এই নীতিমালার ক্ষেত্রে রূপকল্প, উদ্দেশ্য, কৌশলগত বিষয় ইত্যাদির নিম্নরূপ সংজ্ঞা সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে:

রূপকল্প **(Vision)** : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে জাতীয় প্রত্যাশা।

উদ্দেশ্য **(Objective)** : রূপকল্প অর্জনের জন্য পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কতগুলো লক্ষ্যমাত্রা।

কৌশলগত বিষয় **(Strategic theme)** : নির্দিষ্ট কতগুলো করণীয় বিষয়ের উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য ব্যাপকভিত্তিক সুপারিশ।

কর্ম-পরিকল্পনা **(Action item)** : কৌশলগত বিষয়ের আওতাভুক্ত একটি কাজ যার ফলাফল, সময়সীমা এবং বাস্তবায়নকারী সুনির্দিষ্ট।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি **(ICT)** : যে কোন প্রকারের তথ্যের উৎপত্তি, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, সঞ্চালন এবং বিচ্ছুরনে ব্যবহৃত সকল ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি।

খ. নীতিমালার স্বত্বাধিকার, তদারকি এবং রিভিউ **(Policy Ownership, Monitoring & Review):**

জাতীয় জীবনে এ নীতিমালা বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল স্টেক-হোল্ডারকে এ নীতিমালার স্বত্বাধিকার হতে হবে। সরকারের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী পর্যায়েও আলোচ্য নীতিমালার স্বত্বাধিকার নিশ্চিত হতে হবে। সে অনুযায়ী এই নীতিমালার নিম্নরূপ স্বত্ব বিবেচনা করা হয়েছে:

আইসিটি'র দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী এই নীতিমালার তদারকি ও সমন্বয় সাধন করবেন। অন্যদিকে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল সংশ্লিষ্ট কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে এবং বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবে। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান স্ব স্ব ক্ষেত্রে আইসিটি নীতিমালা বাস্তবায়ন করবে। কোন সমন্বয়ের প্রয়োজন হলে ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের নির্দেশনা গ্রহণ করা হবে।

নীতিমালায় বর্ণিত কর্ম-পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অবস্থা যাচাই, করণীয় বিষয়সমূহের পরিবর্তন এবং অগ্রাধিকার নিরূপণের জন্য প্রতি বছর করণীয় বিষয়সমূহ (Action Items) পর্যালোচনা করা হবে। নিত্য নতুন পরিবর্তনের আঙ্গিকে বিশেষ লক্ষ্যসমূহকে পুনঃনির্ধারণের জন্য নীতিমালার কৌশলগত বিষয়গুলো প্রতি তিন বছর অন্তর পর্যালোচনা করা হবে। এছাড়া নীতিমালা বাস্তবায়নের সফলতা ও ব্যর্থতার ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদী করণীয় বিষয়াদির সমন্বয় সাধনের নিমিত্ত প্রতি ছয় বছর পর পূর্ণ নীতিমালাটি পর্যালোচনা করা হবে।

জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৫ এর রূপকল্প ও উদ্দেশ্যসমূহ সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশে অচিরে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে।

গ. রূপকল্প **(Vision)**:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ এবং বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে একটি স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ ও জবাবদিহিতামূলক সরকার প্রতিষ্ঠা করা; দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন নিশ্চিত করা; সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা বৃদ্ধি করা; সরকারি/বেসরকারি খাতের অংশিদারিত্বে সুলভে জনসেবা প্রদান নিশ্চিত করা; এবং ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের সারিতে উন্নীতকরণের জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

ঘ. উদ্দেশ্য ***(Objectives)***:

ঘ.১ সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা/সমতা **(Social Equity):** প্রতিবন্ধী অথবা বিশেষ সহায়তা লাগতে পারে এমন ব্যক্তিসহ সকলের জন্য সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা, লিঙ্গ সমতা, সম-সুযোগ এবং সম-অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগ ও ব্যবহার।

ঘ.২ নীতির প্রতি আস্থা ও দায়বদ্ধতা **(Integrity)**: জনসেবা প্রদানে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং অধিকতর দক্ষতা অর্জন।

ঘ.৩ সর্বজনীন প্রবেশাধিকার **(Universal Access)**: জনসেবার বাধ্যবাধকতা হিসেবে সকলের জন্য টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি ও ইন্টারনেটে অভিগম্যতা নিশ্চিত করা।

ঘ.৪ শিক্ষা ও গবেষণা **(Education and Research)**: আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার পরিধি সম্প্রসারণ ও মান উন্নয়ন; শিক্ষার সর্বস্তরে এবং সরকারি অফিস-আদালতে কম্পিউটার সাক্ষরতা নিশ্চিত করা; যথোপযুক্ত গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে সৃজনশীলতা উৎসাহিত করা; মেধাসম্পদ সৃষ্টি করা এবং নাগরিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে আইসিটি আত্মীকরণ।

ঘ.৫ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি **(Employment Generation)**: স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে কর্মসংস্থানের সুযোগ গ্রহণের লক্ষ্যে বিশ্বমানের আইসিটি পেশাজীবী তৈরী।

ঘ.৬ রপ্তানি উন্নয়ন **(Strengthening Exports)**: অভ্যন্তরীণ ও বিশ্ববাজারের চাহিদা মেটাতে, বৈদেশিক বাণিজ্য হতে আয় বাড়াতে, বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে এবং আমদানি নির্ভরশীলতা কমাতে সফ্‌টওয়্যার শিল্প, তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক সেবা খাত, ই-কমার্স/ই-বিজনেস এবং তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

ঘ.৭ আইসিটি সহায়ক বিষয়সমূহ **(Supports to ICTs)**: দেশব্যাপী আইসিটির সম্প্রসারণ, ব্যবহার ও আত্মীকরণ নিশ্চিত করতে আইনী কাঠামো এবং বিদ্যুৎসহ অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন।

ঘ.৮ স্বাস্থ্য সেবা **(Healthcare)**: মানসম্পন্ন এবং সুলভ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য আইসিটি উদ্ভাবনী প্রয়োগের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা।

ঘ.৯ পরিবেশ, জলবায়ু ও দুযোর্গ ব্যবস্থাপনা **(Environment, Climate & Disaster Management)**: জলবায়ু পরিবর্তনে সৃষ্ট ঝুঁকি হ্রাসকল্পে আইসিটি খাতে পরিবেশ-বান্ধব সবুজ প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং আত্মীকরণ, ইলেকট্রনিক বর্জ্যের নিরাপদ ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ মোকাবেলা এবং জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাপনায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।

ঘ.১০ উৎপাদনশীলতা **(Productivity)**: কৃষি এবং ক্ষুদ্র, মাঝারি ও ছোট আকারের শিল্প খাতসহ অর্থনীতির সকল খাতে আইসিটি ব্যবহারের ম্যধ্যমে উচ্চতর উৎপাদনশীলতা অর্জন করা।

ঙ. কৌশলগত বিষয়বস্তু (**Strategic Themes**):

ঙ.১ সামাজিক সমতা **(Social Equity)**:

১.১ অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং ডিজিটাল ডিভাইড দূর করে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষ, অনগ্রসর জনগোষ্ঠী, নারী এবং প্রতিবন্ধী ও বিশেষ সহায়তা প্রয়োজন এমন ব্যক্তিদের মূলধারার সামাজিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান।

১.২ স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যক্রম ও নীতি নির্ধারণে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি।

১.৩ বেসরকারি খাত এবং এনজিও/সিএসও/সিবিও-কে আঞ্চলিক ভাষায় স্থানীয় পর্যায়ের উপযুক্ত ডিজিটাল বিষয়বস্তু, অনলাইন সেবা উন্নয়ন এবং প্রদানে উৎসাহ প্রদান।

১.৪ সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং ধর্মের উৎকর্ষ সাধনে সাংস্কৃতিক বিষয়বস্তু উন্নয়ন ও সংরক্ষণ এবং পল্লী অঞ্চলের রূপকথা, উপকথা, লোকজ সাহিত্য ও সঙ্গীতের ভান্ডার সংরক্ষণ ও বিকাশের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি।

১.৫ ক্ষতিকর ডিজিটাল বিষয়বস্তু থেকে শিশুদের রক্ষাসহ শিশুদের সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় সর্বসমক্ষে উপস্থাপন।

৬.২ নীতির প্রতি আস্থা ও দায়বদ্ধতা (**Integrity**):

২.১ সিটিজেন চার্টার তদারকি এবং সেবা প্রদানের ফলাফল সর্বসমক্ষে প্রকাশের মাধ্যমে সরকারি সেবা প্রদান সহজীকরণ, দ্রুততর ও ব্যয়সাশ্রয়ী করা এবং স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা।

২.২ তথ্য প্রযুক্তির সকল ক্ষেত্রে বাংলা ব্যবহার নিশ্চিত করা।

২.৩ সরকারি অফিসসমূহের মধ্যে কার্যকর তথ্য আদান-প্রদানে আন্তঃসংযোগ স্থাপন।

২.৪ ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সেবা প্রদানের জন্য গণকর্মচারীদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি ও নেতৃত্ব নিশ্চিত করা।

২.৫ ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সকল সরকারি তথ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা এবং আইসিটি-নির্ভর জনসেবা প্রদান ব্যবস্থার স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা।

২.৬ উন্নয়ন প্রকল্পের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও কার্যকারিতা তদারকি'র জন্য আইসিটি নির্ভর ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

৬.৩ তথ্যজগতে সর্বজনীন প্রবেশাধিকার (**Universal Access**):

৩.১ জনসেবার বাধ্যবাধকতা হিসেবে সকল নাগরিককে তথ্য জগতে প্রবেশের সুযোগ প্রদান করা।

৩.২ দেশব্যাপী ইন্টারনেট ব্যাকবোন সম্প্রসারণ করে রাজধানীর সমপরিমান ব্যয়ে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা।

৩.৩ জাতীয় টেলিকম নীতিমালা অনুযায়ী সুযোগ সুবিধা প্রদান করে দেশের সর্বত্র ইন্টারনেট এবং আইপি টেলিফোন সেবা সম্প্রসারণ করা।

৩.৪ আইপি ভিত্তিক টেলিযোগাযোগ সর্বত্র সম্প্রসারণ করা এবং সবার জন্য সাশ্রয়ী করে তোলা।

৬.৪ শিক্ষা ও গবেষণা (**Education and Research**):

৪.১ গণিত, বিজ্ঞান এবং ইংরেজী শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সকল স্তরে শিক্ষার মান এবং পরিসর বৃদ্ধি করা।

৪.২ পাঠ্যসূচীকে বাজার চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

৪.৩ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে আইসিটি কোর্স অন্তর্ভুক্ত করে দেশব্যাপী আইসিটি সাক্ষরতা সম্প্রসারণ করা।

৪.৪ উচ্চতর পর্যায়ে আইসিটি শিক্ষা ও গবেষণা পরিচালনার জন্য দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের মাধ্যমে একটি আইসিটি সেন্টার অফ এক্সেলেন্স প্রতিষ্ঠা করা।

৪.৫ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বমানের আইসিটি শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং গবেষণা ও উদ্ভাবনে উৎসাহিত করার জন্য আইসিটি শিক্ষায় স্নাতকোত্তর শিক্ষা প্রবর্তন করা।

৪.৬ আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী এবং বিশেষ সহায়তা প্রয়োজন এমন ব্যক্তিদের শিক্ষা এবং গবেষণায় সম্পৃক্ত করা।

৪.৭ ইডিসিপি, গণস্বাক্ষরতা এবং আজীবন শিক্ষাসহ শিক্ষার সকল স্তরে আইসিটির ব্যবহার বৃদ্ধি করা।

৪.৮ আইসিটি শিল্পে দক্ষ পেশাজীবীর ঘাটতি পূরণের জন্য আইসিটি পেশাজীবীদের দক্ষতা যাচাই করে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও নিরবিচ্ছিন্ন শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নের ব্যবস্থা করা।

৬.৫ কর্মসংস্থান সৃষ্টি (**Employment Generation**):

৫.১ স্থানীয় আইসিটি শিল্পে বিনিয়োগের জন্য উৎসাহ প্রদান করা।

৫.২ দেশীয় ও বিশ্ববাজারে চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে অধিক সংখ্যক আইসিটি পেশাজীবী তৈরির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন করা।

৫.৩ বিশ্ববাজারে দক্ষ জনবলের কর্মসংস্থান সহজতর করা।

৫.৪ আইসিটি পেশাজীবীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য আর্থিক সহায়তা করা।

৬.৬ রপ্তানি উন্নয়ন (**Strengthening Exports**):

৬.১ বাংলাদেশী আইসিটি পণ্য ও সেবা বিশ্ববাজারে বাজারজাতকরণের জন্য শক্তিশালী বিপণন ও ব্র্যান্ডিং করা।

৬.২ নির্ভরযোগ্য আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।

৬.৩ রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান করা এবং শিল্প-বান্ধব নীতি ও উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা।

৬.৪ সম্ভাবনাময় সফট্ওয়্যার ও আইটিভিত্তিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থায়ন নিশ্চিত করা।

৬.৫ তথ্য প্রযুক্তির মান, প্রক্রিয়া, প্রযুক্তি, কর্মক্ষেত্র, ভ্যালু চেইন এবং **niche** মার্কেট উন্নয়নের জন্য গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে সৃজনশীলতা লালন করা।

৬.৭ আইসিটি সহায়ক বিষয়সমূহ (**Supports to ICTs**):

৭.১ মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ, অনলাইন ডকুমেন্ট আদান-প্রদান, লেন-দেন এবং পেমেন্ট এর সহায়ক আইনী অবকাঠামো তৈরি করা।

৭.২ রাজধানীর বাইরে আইসিটি'র উন্নয়ন কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ করা।

৭.৩ ইন্টারনেট-এর প্রাপ্যতা এবং নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করা।

৭.৪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন করা।

৭.৫ সাশ্রয়ী, ওপেন সোর্স এবং ওপেন আর্কিটেকচার সলিউশন এর ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করা।

৭.৬ নির্ভরযোগ্য এবং সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা।

৭.৭ সকল সরকারি আইসিটি প্রকল্পের জন্য অনুসরণীয় ইন্টার অপারেবিলিটি কাঠামো প্রবর্তন করা।

৭.৮ তথ্য প্রযুক্তি, গণিত এবং ইংরেজী শিক্ষার মান উন্নীতকরণ।

৬.৮ স্বাস্থ্য সেবা (**Healthcare**):

৮.১ জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৮.২ স্বাস্থ্য সেবার মান নিশ্চিত করা।

৮.৩ টেলিমেডিসিন ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ব্যবস্থাপনা উন্নত করা।

৮.৪ দুর্গম অঞ্চলসহ সকল পর্যায়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং শিশুস্বাস্থ্য, মাতৃস্বাস্থ্য ও প্রজনন স্বাস্থ্যের উপর গুরুত্ব সহকারে পরিচর্যার সুবিধাসমূহ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা।

৬.৯ পরিবেশ, জলবায়ু এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (**Environment, Climate & Disaster Management)**:

৯.১ পরিবেশ রক্ষায় আইসিটি প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগ উৎসাহিত করা।

৯.২ পরিবেশ-বান্ধব সবুজ প্রযুক্তি ব্যবহার করে পরিবেশ সংরক্ষণ উৎসাহিত করা।

৯.৩ আইসিটিভিত্তিক দুর্যোগ সতর্কীকরণ এবং ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি ব্যবহার করে নাগরিকদের প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করা।

৯.৪ ইলেকট্রনিক বর্জ্যের নিরাপদ ব্যবস্থাপনা।

৯.৫ ত্রাণ ব্যবস্থাপনা এবং দুর্যোগ পরবর্তী কার্যক্রমের তদারকি নিশ্চিত করা।

৬.১০ উৎপাদনশীলতা (**Productivity**):

১০.১ অর্থনীতিতে উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে নতুন ধারা প্রবর্তন করতে দ্রুত ই-কমার্স, ই-পেমেন্ট এবং ই-লেনদেন প্রবর্তন উৎসাহিত করা।

১০.২ দেশব্যাপী ক্ষুদ্র, মাঝারী ও ছোট আকারের শিল্প এবং কৃষিখাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য আইসিটির সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং উদ্ভাবনী ও প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব উৎসাহিত করা।

১০.৩ আইসিটি'র সর্বাধুনিক কৌশল ব্যবহার এবং বাজার-সংবাদ সঞ্চালনের মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সরবরাহ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

১০.৪ ইআরপি এপ্লিকেশন ব্যবহার করে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং তদারকি উন্নয়ন, ও দক্ষতার ঘাটতি চিহ্নিত করে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক শিল্প পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

১০.৫ পরিচালনা পদ্ধতি এবং ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমের অধিকতর অটোমেশনের মাধ্যমে সেবাখাতে টেকসই উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করা।

চ. কর্ম-পরিকল্পনা **(Action Plans)**:

নীতিমালার অন্তর্গত কর্ম-পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছে আইসিটি নীতিমালার সাফল্য ও ব্যর্থতার প্রকৃত পরিমাপক। তাই কর্ম-পরিকল্পনার বাস্তবায়ন তদারকি (**Monitoring**) ফলপ্রসু করতে প্রতিটি করণীয় বিষয় বাস্তবায়নের পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিমাপক নির্ধারণ করা দরকার হবে।

সন্নিবেশিত ২৩৫টি কর্ম-পরিকল্পনার মধ্যে কিছু কর্ম-পরিকল্পনাকে এক-তারকা দ্বারা চিহ্নিত করে একই উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বর্ণিত অন্যান্য কর্ম-পরিকল্পনার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গণ্য করা হয়েছে। আবার কিছু কর্ম-পরিকল্পনা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় দুই-তারকা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য এবং কৌশলগত বিষয়গুলোই কর্ম-পরিকল্পনাসমূহকে পরিচালিত করবে। মূল উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে কর্ম-পরিকল্পনাগুলোকে প্রথমে সাজানো হয়েছে এবং তারপর সেগুলোকে কৌশলগত বিষয়বস্তু অনুযায়ী ভাগ করা হয়েছে। সারণীতে উদ্দেশ্য ও কর্ম-পরিকল্পনাসমূহের ক্রমিক ধারাবাহিক ভাবে দেয়া হয়েছে। প্রতিটি কর্ম-পরিকল্পনার জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী বাস্তবায়নকাল দেখানো হয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দ্রুত পরিবর্তনশীল এমন একটি খাত যেখানে আগামী ২ (দুই) বছরে কিরূপ পরিবর্তন হতে পারে তা অনুমান করা দুরূহ। স্বল্প মেয়াদী করণীয় বিষয়গুলোকে বর্তমান সময়ের চাহিদা হিসেবে নিরুপণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, মধ্য মেয়াদী এবং দীর্ঘ মেয়াদী করণীয় বিষয়গুলো বাস্তবতা এবং আইসিটি খাতের উন্নয়নের প্রেক্ষিতে প্রতিবছর নতুন করে বিবেচনা করার প্রয়োজন রয়েছে।

কর্ম-পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রতিবছর বাজেট প্রণয়নকালে জাতীয় বাজেটে আলাদা বরাদ্দের প্রয়োজন হবে। তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত নিয়মিত কর্মকান্ড পরিচালনা ও ই-গভর্নেন্সের জন্য প্রত্যেক মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থাসমূহকে আর্থিক বরাদ্দ প্রদান করা যেতে পারে। এছাড়াও সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলকভাবে আইসিটি উন্নয়ন-এর নিমিত্ত তহবিল যোগানের জন্য অর্থ বিভাগ বার্ষিক বাজেট প্রণয়নের সময় একটি আইসিটি উন্নয়ন তহবিল গঠন করবে।

কর্ম-পরিকল্পনা (Action Plan)

উদ্দেশ্য #১: সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা/সাম্যতা

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
কৌশলগত বিষয়বস্তু ১.১: অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং ডিজিটাল ডিভাইড দূর করে (ক) নিম্নআয়ের সম্প্রদায়, (খ) অনগ্রসর জনগোষ্ঠী, (গ) নারী এবং (ঘ) প্রতিবন্ধী ও বিশেষ সহায়তা প্রয়োজন এমন ব্যক্তিদের মাঝে সেতুবন্ধন রচনা করে অনগ্রসর গোষ্ঠীভূক্তদের মূলধারার সামাজিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান।						
**১	কম্পিউটার, ইন্টারনেট এবং ই-সিটিজেন সেবাসমূহে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে বেসরকারি উদ্যোগে কমিউনিটি ই-সেন্টার (টেলিসেন্টার) স্থাপন ও পরিচালনার ব্যবস্থাকরণ। স্বল্পোন্নত এলাকা এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সাশ্রয়ী ব্যান্ডউইডথ এর মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি, পণ্যমূল্য বিষয়ক তথ্যাদি প্রদানের ব্যবস্থাকরণ। সরকারি এবং স্থানীয় সরকারের সেবাসমূহ স্বল্প মূল্যে প্রদানের ব্যবস্থাকরণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	নাগরিকরা স্বল্প ব্যয়, সময় ও নির্ঝঞ্ঝাটভাবে তাঁদের ঘরে বসেই সকল গুরুত্বপূর্ণ সেবা গ্রহণে সক্ষম হবে।	সকল নগর ও উপজেলা যেখানে দেশের ৫০ ভাগ জনসংখ্যার বসবাস এবং অন্তত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ২০ শতাংশ।	জনসংখ্যার ৭৫ ভাগ	জনসংখ্যার ১০০ ভাগ
*২	সিটি কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ, পোস্ট অফিস, বাস টার্মিনাল, ফেরি/লঞ্চ ঘাট, মার্কেট, রেল স্টেশন ও বিমানবন্দর ইত্যাদিতে তথ্য ও সেবা কেন্দ্র/ কিয়স্ক (KIOSK) স্থাপন।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, রেলপথ মন্ত্রণালয়, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	সেবাসমূহ জনগণের হাতের কাছে তাৎক্ষণিক পৌঁছাবে	সকল সিটি কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ২৫ ভাগ পৌরসভা, সকল ইউনিয়ন পরিষদ, বিমান বন্দর	সকল পোস্ট অফিস, মার্কেট, রেল স্টেশন, বাস টার্মিনাল, ফেরী/লঞ্চ ঘাট	

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
**৩	সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে জনগণের জন্য আইসিটি ভিত্তিক হেল্পডেস্ক স্থাপন। সংশ্লিষ্ট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে কল সেন্টারের মাধ্যমে এ কাজ সম্পাদিত হতে পারে। এসব কল সেন্টারের জন্য টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্বল্প মূল্যে অথবা টোল-ফ্রি নম্বর সুবিধা প্রদান।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ	নাগরিকদের ব্যয় কমবে এবং সময়ের সাশ্রয় হবে।	সকল সিটি কর্পোরেশন, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জেলা পরিষদে হেল্প ডেস্ক ও কল সেন্টার স্থাপন;	সকল সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, সকল পৌরসভা এবং উপজেলা পরিষদে হেল্প ডেস্ক ও কল সেন্টারসহ টোল ফ্রি সুবিধা প্রবর্তন;	
**৪	শারীরিকভাবে অক্ষম এবং বিশেষ সহায়তা লাগতে পারে এমন ব্যক্তিদের বিষয় বিবেচনায় রেখে সাশ্রয়ী বাংলা টেক্সট প্রসেসিং টুলস এবং অডিও সফটওয়্যার উন্নয়নে সুবিধা প্রদান।	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	প্রতিবন্ধী ও নিরক্ষর জনগোষ্ঠী প্রযুক্তির সুবিধা ভোগ করতে সক্ষম হবে।	অভিধান, টেক্সট টু স্পীচ, আইভিআর উন্নয়ন	ওসিআর, হ্যান্ড রাইটিং রিকগনিশন, মেশিন ট্রান্সলেশন টুল্স উন্নয়ন	ভয়েস রিকগনিশন টুল্স উন্নয়ন
*৫	দেশের ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারীদের বিশেষ ব্যবস্থা যেমন সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল (SOF-Social Obligation Fund), আর্থিক সুবিধা এবং কর সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে ইন্টারনেট সংযোগ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ এবং এজন্য আইএসপি লাইসেন্স ব্যবস্থা সংশোধন।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	পল্লী অঞ্চলে সাশ্রয়ী ও নির্ভরযোগ্য সংযোগ নিশ্চিত করবে।			
**৬	(ক) ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার (NPR) প্রণয়ন। ভোটার আইডি ডাটাবেজকে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এনপিআর-এর সাথে স্ব স্ব বিভাগের বিভাগীয় রেজিস্টার তৈরী করণ।	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, নির্বাচন কমিশন, সকল মন্ত্রণালয়	সেবা গ্রহণকারী সনাক্তকরণ ও বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক প্রদেয় নাগরিক সেবা তাৎক্ষণিক প্রদান নিশ্চিত হবে।	বিভাগীয় রেজিস্টার ও এনপিআর-তৈরীর কার্যক্রম শুরু	বিভাগীয় রেজিস্টার ও এনপিআর সম্পন্ন	

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
	(খ) এনপিআর-ভিত্তিক সমন্বিত জাতীয় পরিচয়পত্র প্রবর্তন এবং তা ব্যবহার করে সর্বতোপ্রকার নাগরিক সেবা প্রদান এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।					
*৭	ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সকল সেবার আবেদন এবং সেবা গ্রহণে নাগরিকদের সক্ষমতা উন্নয়নে ব্যবস্থা গ্রহণ।	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ	নাগরিকের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে	বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা, কৃষি ভর্তুকি, উপবৃত্তি ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে গ্রহণ করতে পারবে		সকল সেবা ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে গ্রহণ করতে পারবে
*৮	যে কোন স্থান হতে যে কোন সময় সকল নাগরিক সেবা অনলাইনে পাবার ব্যবস্থাকরণ।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ	স্বল্প ব্যয় ও সময়ে সকল সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে।	৫০% সেবা	১০০% সেবা	সেবার মান উন্নয়ন
৯	(ক) অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষায়িত আইসিটি শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ। (খ) প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের জনপ্রতিনিধি কর্তৃক তাঁর এলাকার প্রতিটি বাড়ীতে একজন মহিলাকে তথ্য প্রযুক্তির মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	ডিজিটাল বিভাজন কমবে।	১০% অনগ্রসর জনগোষ্ঠী	৫০% অনগ্রসর জনগোষ্ঠী	১০০% অনগ্রসর জনগোষ্ঠী

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
১০	দেশীয় কারিগরদের (Indigenous artisans) জন্য ওয়েব ও মোবাইল ভিত্তিক ই-কমার্স ব্যবস্থা প্রবর্তন।	শিল্প মন্ত্রণালয়	ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের দক্ষ কারিগরদের শিল্পকর্মের প্রচার ক্রেতাদেরকে ঐসব দক্ষ শ্রমিকদের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিবে অথবা পণ্য ক্রয়ের ব্যবস্থা করবে, যার ফলে উপার্জনের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে, পন্য বাজারজাতকরণের জন্য কার্যকরী সমবায় গড়ে তুলতে সহায়ক হবে এবং নতুন চাকুরির সুযোগ তৈরি হবে।	কারু ও শিল্প ভিত্তিক ই-কমার্স সাইট চালু	ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প ও ব্যবসায় ই-কমার্স চালু	সকল শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে ই-কমার্স চালু
১১	নারী উদ্যোক্তাদের পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের জন্য বিদ্যমান তথ্য সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে ই-কমার্স সুবিধা প্রদান।	শিল্প মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ	নিজ অঞ্চল ত্যাগ না করেও নারীদের উপার্জনের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে, তাদের পণ্য ও সেবা বাজারজাতকরণের জন্য কার্যকরী সমবায় গঠনে তাঁদেরকে সহায়তা করবে এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।	সকল জেলা ও উপজেলা সদর	সকল ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র	সমগ্র দেশ
*১২	মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা ও উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান বিদ্যমান টিভি চ্যানেলে সম্প্রচার।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়	মানব সম্পদ উন্নয়নে সহায়ক হবে।	বাংলাদেশ টেলিভিশন	মানবসম্পদ উন্নয়ন টেলিভিশন, সরকারি ও বেসরকারি সকল চ্যানেল।	

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
কৌশলগত বিষয়বস্তু ১.২: স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যক্রম ও নীতি নির্ধারণে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি।						
*১৩	ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে নাগরিক আবেদন ও অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি এবং অবহিতকরণ। ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে নাগরিক মতামত গ্রহণ করে সেবার মান উন্নয়ন।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকারি দপ্তর	সেবার মান উন্নয়ন এবং নাগরিক সন্তুষ্টি বৃদ্ধি	নাগরিক অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি এবং অবহিতকরণ।		
১৪	সকল প্রণীতব্য নীতিমালা ওয়েব সাইটে প্রকাশ ও জনগণের মতামত গ্রহণ।	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকারি দপ্তর	নীতিমালা প্রণয়নে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।	✔	✔	
কৌশলগত বিষয়বস্তু ১.৩:বেসরকারি খাত এবং এনজিও/সিএসও/সিবিও-কে আঞ্চলিক ভাষায় স্থানীয় পর্যায়ের উপযুক্ত ডিজিটাল বিষয়বস্তু, অনলাইন সেবা উন্নয়ন এবং প্রদানে উৎসাহ প্রদান।						
১৫	প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা ও আর্থিক প্রণোদনার মাধ্যমে স্থানীয় ভাষায় স্থানীয় পর্যায়ের উপযুক্ত বিষয়বস্তু উন্নয়ন উৎসাহিতকরণ।	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ দপ্তর	জনগণের বৃহৎ অংশকে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদানের সুবিধা প্রশস্ত হবে।	✔	✔	✔
কৌশলগত বিষয়বস্তু ১.৪: সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং ধর্মের উৎকর্ষ সাধনে সাংস্কৃতিক বিষয়বস্তু উন্নয়ন ও সংরক্ষণ এবং পল্লী অঞ্চলের রূপকথা, উপকথা, লোকজ সাহিত্য ও সঙ্গীতের ভান্ডার সংরক্ষণ ও বিকাশের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি।						
১৬	স্বকীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং ধর্ম বিষয়ক তথ্য ভান্ডার প্রস্তুত, ই-তথ্য কোষে অন্তর্ভূক্তকরণ ও প্রচার।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	স্বকীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং ধর্ম সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের স্থায়ী সংরক্ষণ ও প্রচার নিশ্চিত হবে।	✔	✔	✔
কৌশলগত বিষয়বস্তু ১.৫:ক্ষতিকর ডিজিটাল বিষয়বস্তু থেকে শিশুদের রক্ষাসহ শিশু সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় সর্বসমক্ষে উপস্থাপন।						
১৭	প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা ও আর্থিক প্রণোদনার মাধ্যমে শিশুতোষ ডিজিটাল বিষয়বস্তু (Content) উন্নয়ন উৎসাহিতকরণ।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, এনজিও ব্যুরো	জ্ঞান অর্জন ও সমৃদ্ধ করার জন্য ডিজিটাল বিষয়বস্তুর আনন্দ-দায়ক ও স্বয়ংক্রিয় বৈশিষ্ট্য বিপুল আগ্রহ সৃষ্টি করবে।	শিশুতোষ বিষয়বস্তু উন্নয়নে কোম্পানীসমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতা।		

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
*১৮	ওয়েবসাইট এবং টিভি প্রোগ্রামের মাধ্যমে শিশুদের জন্য ক্ষতিকারক বিষয়াদি ফিল্টার করা সম্পর্কে অভিভাবকদের সচেতনকরণ।	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সহজে অভিগম্য ক্ষতিকর ডিজিটাল কনটেন্ট থেকে শিশুদেরকে নিরাপদ রাখতে অভিভাবকেরা প্রস্তুত থাকবেন	সাইট ও কনটেন্ট ফিল্টারকরণ।	টিভি প্রোগ্রাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সচেতনতা কর্মসূচী
১৯	শিশুদের জন্য ক্ষতিকারক ওয়েবসাইটসমূহে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ (বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন)	ক্ষতিকর ডিজিটাল কনটেন্ট থেকে শিশুদের নিরাপদ রাখতে সহায়ক হবে।	ক্ষতিকর সাইট থেকে শিশুদের নিরাপদ রাখতে স্থানীয় আইএসপি কতৃক ব্যবস্থা গ্রহণ।	বহির্বিশ্বের সাথে সহযোগিতা ও সমন্বয়	

উদ্দেশ্য #২: নীতির প্রতি আস্থা ও দায়বদ্ধতা

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
কৌশলগত বিষয়বস্তু ২.১:সিটিজেন চার্টার তদারকি এবং সেবা প্রদানের ফলাফল সর্বসমক্ষে প্রকাশের মাধ্যমে সরকারি সেবা প্রদান সহজীকরণ, সময় ও ব্যয় সাশ্রয়ী করা এবং স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা।						
*২০	সকল সরকারি ও বেসরকারি ই-সেবা জাতীয় পর্যায়ের একটি পোর্টালের একটি স্থান হতে প্রদান; এক জাতীয় ই-সেবা সমূহ গুচ্ছাকারে সজ্জিত হবে, সহজবোধ্য চিহ্ন (আইকন) দ্বারা প্রদর্শিত হবে এবং সেবাসমূহ মোবাইলসহ অন্যান্য ইলেকট্রনিক চ্যানেলের মাধ্যমে প্রদান।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	জনগণ ওয়েবে একাধিক স্থানে খোঁজাখুঁজির পরিবর্তে একটি স্থানে সব ই-সেবা পাবে।	✔		
২১	মোবাইল ফোন, এটিএম, Point of Sales (POS) ও অন্যান্য সেবা দান কেন্দ্রের মাধ্যমে যে কোন সময় যে কোন স্থান থেকে যে কোন বিল ও ফি পরিশোধের ব্যবস্থাকরণ।	সকল মন্ত্রণালয়	বিল ও ফি পরিশোধে ব্যয় এবং সময়ের অপচয় হ্রাস পাবে; অধিকতর স্বচ্ছতা, প্রক্রিয়াকরণের দক্ষতা এবং দ্রুত বিল পরিশোধের মাধ্যমে জনগণ উপকৃত হবে; সরকারের উপর আস্থা বাড়বে।	✔		

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
**২২	মামলা ব্যবস্থাপনায়-বিশেষ করে মামলা দায়ের প্রক্রিয়া (ই-রেজিষ্ট্রারিং, ই-ফাইলিং, ই-পেমেন্ট, ই-কেস, ই-ডায়েরী, ই-রেকর্ড কিপিং, ই-ডকুমেন্টেশন, ই-লাইব্রেরী, ডিজিটাল স্বাক্ষর), মামলার তদন্তের অগ্রগতি (কেস লিস্ট, ই-ট্র্যাকিং), ফলাফল (ই-অর্ডার, ই-জাজমেন্ট) ইত্যাদি প্রচলনের পাশাপাশি চলমান মামলাসমূহের প্রয়োজনীয় তথ্যের (ওয়েবসাইট, এসএমএস, ই-মেইল ইত্যাদি) আদান-প্রদান এবং জেলা পর্যায়ে আইনগত সেবা প্রদানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ।	আইন মন্ত্রণালয়, সুপ্রীম কোর্ট (এ্যাপিলেট এবং হাইকোর্ট বিভাগ)	ন্যায়বিচার তথা আইনগত সহায়তা সংক্রান্ত তথ্য ও সেবাপ্রাপ্তিতে নাগরিকদের সময়, ব্যয় এবং হয়রানি হ্রাস পাবে।		সকল দেওয়ানী, সকল ফৌজদারী ও সকল বিশেষায়িত আদালত ও ট্রাইবুনাল	সুপ্রীম কোর্ট (এপিলেট এবং হাইকোর্ট বিভাগ), এটর্নি জেনারেলের কার্যালয়
*২৩	(ক) থানায় সাধারণ ডায়েরী (GD), প্রাথমিক তথ্য বিবরণী (FIR), কেস ডায়েরী (CD), এবং আনুষংগিক বিষয়াদি অনলাইনে করার ব্যবস্থাকরণ।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (বাংলাদেশ পুলিশ)	আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও প্রশাসন দ্রুত সেবা প্রদানে সক্ষম হবে।	ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার সকল থানা।	অন্যান্য মেট্রোপলিটন শহরের সকল থানা।	দেশের সকল থানা।
	(খ) আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সকল বিভাগে ডিজিটালাইজেশনের ব্যবস্থা প্রবর্তন।					
	(গ) অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সকল স্তরে অভ্যন্তরীণ MIS এবং CDMS স্থাপন।					
*২৪	ইন্টারনেট এবং মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পরিবহন সময়সূচী ও ভাড়ার তথ্য এবং টিকেট ক্রয়ের ব্যবস্থাকরণ।	যোগাযোগ মন্ত্রণালয় (বিআরটিসি), বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, রেলপথ মন্ত্রণালয়, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়	জনগণ স্টেশনে না যেয়ে অথবা লাইনে অপেক্ষা না করে সময়সূচী বা ভাড়া সংক্রান্ত তথ্য পাবে এবং এর ফলে ব্যয় এবং সময়ের অপচয় হ্রাস পাবে।	রেলওয়ে, বিমান	বিআরটিসি, নৌপরিবহন	

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
২৫	বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন এবং ওয়ার্ক পারমিটের ব্যবস্থাকরণ।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (বিনিয়োগ বোর্ড)	বিদেশী বিনিয়োগকারীদের রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতির সার্বিক দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং দেশের ভাবমূর্তি উন্নত হবে।	✔	✔	
*২৬	(ক) অনলাইনে টিআইএন, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশনসহ আয়কর রিটার্ণ দাখিল করার ব্যবস্থাকরণ। (খ) অনলাইনে বিল অব এন্ট্রি/এক্সপোর্ট দাখিলের ব্যবস্থাকরণ।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	টিআইএন প্রাপ্তি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সহজতর হবে। করদাতাদের সংখ্যা ও ভ্যাট আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে; বিল অব এন্ট্রি/এক্সপোর্ট দাখিলে গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে।	✔		
*২৭	(ক) আয়কর, ভ্যাট, কাস্টমস ডিউটি, ইত্যাদি অনলাইনে দেয়ার ব্যবস্থাকরণ। (খ) অনলাইনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ অর্থ বৎসরের আয়কর একত্রে অথবা পর্যায়ক্রমে পরিশোধের ব্যবস্থা প্রবর্তন।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	জনগণ স্বগৃহে অবস্থান পূর্বক স্বাচ্ছন্দ্যে আয়কর রিটার্ণ দাখিল করবে যা তাদের সময়, অর্থ এবং হয়রানি হ্রাস করবে এবং এর ফলে উচ্চহারে আয়কর রিটার্ণ দাখিল হবে এবং কর আদায়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে।	√	√	√

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
২৮	অনলাইনে পাসর্পোট প্রদান/নবায়নের ব্যবস্থাকরণ।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	দালালদের দ্বারা সৃষ্ট হয়রানি হ্রাস পাবে ও পর্যায়ক্রমে তা বন্ধ হবে। জনগণকে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে ফর্ম সংগ্রহ অথবা পাসপোর্ট গ্রহণ বা নবায়নের জন্য আসতে হবে না।	✔	√	
২৯	ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে মোটর গাড়ীর রেজিস্ট্রেশন এবং মালিকানা হস্তান্তরের ব্যবস্থাকরণ।	যোগাযোগ মন্ত্রণালয় (সড়ক ও জনপথ বিভাগ)	গাড়ীর মালিকেরা গাড়ী রেজিস্ট্রেশনের জন্য একাধিক স্থানে যাওয়া থেকে রেহাই পাবেন। এ প্রক্রিয়ার সার্বিক স্বচ্ছতা এবং রেজিস্ট্রেশনের বৈধতা নিশ্চিত হবে যা দুর্ঘটনা হ্রাসে সহায়তা করবে।	✔	√	
৩০	অনলাইনে ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান/নবায়নের ব্যবস্থাকরণ।	যোগাযোগ মন্ত্রণালয় (সড়ক ও জনপথ বিভাগ)	ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান/নবায়ন পদ্ধতির দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং দলিলপত্রের সত্যকরণ নিশ্চিত হবে যার ফলে অবৈধ গাড়ীচালকের সংখ্যা হ্রাস পাবে।	✔	√	
৩১	অনলাইনে ট্রেড লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের ব্যবস্থাকরণ।	স্থানীয় সরকার বিভাগ	ঘুষ এবং স্বজনপ্রীতি দূরীভূত হবে বিধায় ট্রেড লাইসেন্স প্রদান প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে।	✔	√	√

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
**৩২	দুর্নীতি দমন কমিশনের তদন্ত প্রক্রিয়াসহ সকল প্রশাসনিক কার্যক্রম অটোমেশন।	দুর্নীতি দমন কমিশন	দুর্নীতি প্রতিরোধের প্রক্রিয়া দ্রুত ও স্বচ্ছ হবে।	✔	√	√
৩৩	(ক) সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ্ব গমনেচ্ছুদের জন্য অনলাইনে আবেদন, অর্থ জমা, আবাসনের ব্যবস্থা এবং টিকেট ক্রয়ের ব্যবস্থাকরণ। (খ) যে কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি কর্তৃক অনুদান আবেদন অনলাইনে করার ব্যবস্থা। (গ) যাকাত বোর্ড, ইমাম-মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্টের অনুদান প্রদানে অনলাইন পদ্ধতি চালুকরণ। (ঘ) ওয়াক্‌ফ ও দেবেত্তের সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা অটোমেশন।	ধর্ম মন্ত্রণালয়	হজ্জ্ব গমণেচ্ছুদের প্রার্থিত সেবা প্রাপ্তি সহজতর হবে এবং ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রম সহজতর হবে।	✔	√	√
*৩৪	কোম্পানী আইন, সোসাইটিজ এ্যাক্ট ও কো-অপারেটিভ এ্যাক্ট এর আওতায় কোম্পানী, এনজিও এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অনলাইনে রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থাকরণ।	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, রেজিস্ট্রার অফ জয়েন্ট স্টক কোম্পানী, এনজিও ব্যুরো	বিভিন্ন প্রকার রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া আধুনিক পদ্ধতিতে দ্রুততার সাথে করা যাবে;		√	√
*৩৫	অনলাইনে কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স ও ওয়্যারহাউস এর সাথে তথ্যের সমন্বয়।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	বাণিজ্যে গতিশীলতা, স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং ব্যয় হ্রাস পাবে এবং সেবার মান বৃদ্ধি পাবে।	✔	√	√
*৩৬	অনলাইনে পাসপোর্ট, ভিসা সত্যায়নসহ সকল কনসুলার ও বিদেশের সকল দূতাবাসে সেবা প্রদান।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	দ্রুততা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে সেবা প্রদান নিশ্চিত হবে।	√	√	√

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
৩৭	কৃষিপণ্য (যেমন- দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য, আম ও অন্যান্য ফল, মসলা, মাছ, ইত্যাদি)-এর সরবরাহকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উৎপাদনকারীদের মূল্য, সংগ্রহসূচি, পরিমাণ সম্পর্কিত তথ্য অনলাইন/ মোবাইলে সরবরাহের ব্যবস্থাকরণ।	শিল্প মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বেসরকারি সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠান	কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ দ্রুততর হবে, মধ্যস্বত্বভোগী অপসারিত হবে এবং কৃষকরা ন্যায্যমূল্য পাবে।	√	√	√
৩৮	ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সড়ক, সেতু, ফেরী ঘাটের টোল আদায়ের ব্যবস্থাকরণ।	যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়	স্বচ্ছতা ও দক্ষতার সাথে টোল আদায় করা যাবে।	✔	√	√
৩৯	সকল সরকারি ও বেসরকারি চাকুরীর জন্য জব ব্যাংক তৈরী এবং আবেদন অনলাইন করা।	শ্রম ও প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদিশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সরকারি কর্ম কমিশন	রিক্রুটিং সংস্থা এবং চাকুরি প্রার্থীদের মধ্যে সহজ সংযোগ স্থাপন হবে। কর্মসংস্থানের বাজার উন্নত হবে।	✔	√	√
৪০	মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধা পোষ্যদের তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।	মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সরকার প্রদত্ত সকল সুযোগ-সুবিধাসমূহ দক্ষ ও কার্যকরভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট পৌঁছাবে। এ তথ্যভান্ডার একটি জাতীয় ও ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে থাকবে।	✔	√	√
৪১	ইক্ষু উৎপাদনকারীদের জন্য ডিজিটাল গেজেট এবং আইভিআর-ভিত্তিক পদ্ধতি চালুকরণ এবং এসএমএস ভিত্তিক ক্রয় পদ্ধতি অব্যাহত রাখা।	শিল্প মন্ত্রণালয় (খাদ্য ও চিনি শিল্প সংস্থা)	একটি স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু ক্রয় পদ্ধতি চালু হবে, ফলে ইক্ষু উৎপাদনকারীদের ব্যয় ও সময়ের সাশ্রয় হবে;	✔	√	√

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
**৪২	(ক) অনলাইনে সম্পত্তি রেজিস্ট্রেশন, ফি জমাদান ও দলিলের নকল প্রদান।	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (আইজিআর)	ভূমি ও সম্পত্তি ক্রয় ও হস্তান্তর সংক্রান্ত তথ্যের ডিজিটাইজেশন এর ফলে এ ক্ষেত্রে বিদ্যমান অসুবিধা দূর হবে; মধ্যস্বত্বভোগি অপসারিত হবে।	নকল প্রদান, রেজিস্ট্রেশন, কর পরিশোধ	অনলাইন ফি পরিশোধ, রেজিস্ট্রেশন, কর পরিশোধ, জরিপ	জরিপ
	(খ) ভূমি রেকর্ড, জরিপ, ব্যবস্থাপনা, ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ ও এ সংক্রান্ত অন্যান্য ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক পদ্ধতি চালুকরণ।	ভূমি মন্ত্রণালয়				
৪৩	সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের নাগরিক সেবার তথ্য কাঠামো ওয়েবসাইটে প্রকাশ।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ	জনগণের প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ	✔		
৪৪	ইলেকট্রনিক ক্রয় পদ্ধতি চালুকরণ ও সকল উন্মুক্ত দরপত্র ও নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনলাইনে প্রকাশের ব্যবস্থাকরণ।	আইএমইডি (সিপিটিইউ), সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি।	✔		
৪৫	PPAঅনুযায়ী সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি বিধি মোতাবেক দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের পাশাপাশি CPTU এর ওয়েবসাইটে প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/সংস্থার নিজস্ব ওয়েবসাইটে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে।	সকল সরকারি সংস্থা	ক্রয় প্রক্রিয়াকে আরো স্বচ্ছ, সহজ, গতিময় ও ব্যয় সাশ্রয়ী করবে।	✔		
কৌশলগত বিষয়বস্তু ২.২:তথ্য প্রযুক্তির সকল ক্ষেত্রে বাংলা ব্যবহার নিশ্চিত করা						
**৪৬	অপারেটিং সিস্টেম ও অন্যান্য বাংলা সফ্টওয়্যার নির্মাতাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যমে বাংলা সফ্টওয়্যার হালনাগাদ ও ত্রুটিমুক্ত রাখতে ব্যবস্থা গ্রহণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় (বাংলা একাডেমী)	বাংলা সফ্টওয়্যার ত্রুটিমুক্তভাবে বাজারজাত হবে;	✔	✔	✔

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
**৪৭	ইউনিকোড কনসোটিয়ামের সদস্যপদ বহাল রেখে ইউনিকোড ও ISO-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বাংলা এনকোডিং পদ্ধতির হালনাগাদকরণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	সফট্‌ওয়্যার বিক্রেতাগণ স্ট্যান্ডার্ড এনকোডিং পদ্ধতি ব্যবহারে উৎসাহিত হবেন।	✔	✔	✔
৪৮	প্রমিত এনকোডিং ব্যবহার করে ডকুমেন্টসমূহের সুবহনীয়তা (Portability) নিশ্চিত করে সকল সরকারি প্রকাশনার বাংলা ডিজিটাল প্রকাশনা করা।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	বাংলায় তৈরি সব ডকুমেন্ট সকল প্ল্যাটফর্ম, এ্যাপ্লিকেশন এবং সময়ে ব্যবহার উপযোগী হবে।		✔	✔
**৪৯	ইউনিকোড কনসোটিয়ামের সদস্যপদ গ্রহণ করা এবং সদস্যপদ অব্যাহত রাখা।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	ইউনিকোড বাংলা স্ক্রীপ্ট এনকোডিং বিষয়ে বাংলাদেশের সরাসরি বক্তব্য রাখার সুযোগ হবে।		✔	
কৌশলগত বিষয়বস্তু ২.৩:সরকারি অফিসসমূহের মধ্যে কার্যকর তথ্য আদান-প্রদানে আন্তঃসংযোগ স্থাপন।						
*৫০	সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ফাইল এবং তথ্য আদান-প্রদানে আইসিটি ব্যবহার অনুপ্রাণিত করতে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের অভিন্ন প্রশিক্ষণ কারিকুলামের আওতায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (আইসিটি অধিদপ্তর), সকল সরকারি সংস্থা	তথ্য ও ফাইল আদান-প্রদানে ইলেকট্রনিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে।	মন্ত্রণালয় ও জেলা পর্যায়ে ই-ফাইলিং ও ইলেকট্রনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তন	সরকারের সকল পর্যায়ে ই-ফাইলিং ও ইলেকট্রনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তন	
৫১	জাতীয় পর্যায়ে নেটওয়ার্ক তৈরি করে সব সরকারি প্রতিষ্ঠানকে সংযুক্তকরণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ও আইসিটি অধিদপ্তর)	সরকারি দপ্তরসমূহে তথ্যের আদান-প্রদান জাতীয় নেটওয়ার্কের আওতায় করা সম্ভব হবে।	মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, জেলা প্রসাশকের কার্যালয়, নির্বাচিত উপজেলা অফিস।	সকল জেলা অফিস, উপজেলা অফিস।	

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
৫২	গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দপ্তরে আইপি টেলিফোন এবং ভিডিও কনফারেন্সিং চালুকরণ।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ (বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সভায় অংশগ্রহণের জন্য ভ্রমণ, ব্যয় ও সময় হ্রাস করবে এবং ক্ষেত্র বিশেষে সভার প্রয়োজন দূর হবে।	মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, জেলা প্রসাশকের কার্যালয়।	জেলা অফিস, উপজেলা অফিস।	
*৫৩	সরকারের তথ্য সংরক্ষণ ও সরবরাহ এবং বিভিন্ন প্রকার ই-সেবা কেন্দ্রীয়ভাবে হোস্টিং এর সুবিধার্থে জাতীয় পর্যায়ে ডাটা সেন্টার স্থাপন।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল)	নাগরিকদের জন্য ই-সার্ভিস সমূহের উন্নয়ন এবং কেন্দ্রীয়ভাবে হোস্টিং	জাতীয় ডাটা রিসোর্স সেন্টার স্থাপন।		
৫৪	তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রযুক্তির উৎকর্ষতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে (ওয়েব-ভিত্তিক ব্যবস্থা, টেলিকনফারেন্সিং, ভিডিও কনফারেন্সিং ইত্যাদি) সরকারি পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ও আইসিটি অধিদপ্তর)	নতুন প্রযুক্তির সাথে সরকারি কর্মকর্তাদের পরিচয়ের মাধ্যমে প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারিত হবে।	PATC, BCSAA, BCC, BCS		
কৌশলগত বিষয়বস্তু ২.৪: ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সেবা প্রদানের জন্য গণকর্মচারীদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি ও নেতৃত্ব নিশ্চিত করা						
*৫৫	সরকারি পর্যায়ে সকল শ্রেণীর নিয়োগের ব্যবহারিক পরীক্ষায় কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের মৌলিক বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (পাবলিক সার্ভিস কমিশন), সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	আইসিটি'র ব্যবহারিক জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নে চাকুরী প্রার্থীরা সচেষ্ট হবে এবং সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানে আইসিটি জ্ঞানসম্পন্ন জনবল নিয়োজিত হবে।	✔	✔	✔
৫৬	কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের মৌলিক বিষয়ে প্রায়োগিক জ্ঞান প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিবেচনা।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সকল পর্যায়ের সরকারি জনবলের মধ্যে কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে।	✔		

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
৫৭	বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (ACR) এ কম্পিউটার এবং ইন্টারনেটের মৌলিক জ্ঞান সংক্রান্ত নতুন একটি নির্ণায়ক সংযোজন।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সরকারি পর্যায়ে কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের চর্চা বৃদ্ধি পাবে।	✔		
৫৮	সরকারি পর্যায়ে সকল স্টেনোটাইপিস্ট পদ সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর পদে রূপান্তর করা হয়েছে। এই পদে নতুন নিয়োগের ক্ষেত্রে কম্পিউটার অপারেটর পদের নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অনুসরণ করতে হবে।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, সকল সরকারি সংস্থা	সরকারের মধ্যে আইসিটির ব্যাপক এবং তথ্যভিত্তিক ব্যবহার।	✔		
**৫৯	সরকারি পর্যায়ের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের আইসিটি এবং ই-গভর্নেন্স কারিকুলামে change management এবং process re-engineering বিষয়াদি অন্তর্ভূক্তকরণ।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	ই-গভর্নেন্স কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকারি কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।	✔		
৬০	সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরের ই-সেবার ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ, উন্নয়ন ও back office automation কার্যক্রমে প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব প্রদান।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	আইসিটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটবে	✔		
**৬১	সরকারি পর্যায়ে সৃজনশীল ই-গভর্নেন্স ও ই-সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য আনুতোষিক ও পুরস্কার প্রবর্তন।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (আইসিটি অধিদপ্তর)	ই-গভর্নেন্স ও ই-সেবা প্রদানে সরকারি পর্যায়ের নেতৃত্ব গড়ে উঠবে।	✔	✔	✔

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
৬২	সরকারি পর্যায়ের সকল প্রতিষ্ঠানে আইসিটি পেশাজীবী দ্বারা সজ্জিত আইসিটি সেল স্থাপন। এ সেলের জন্য আইসিটি সংশ্লিষ্ট পদ সৃজন করা। সরকারি পর্যায়ের সকল আইসিটি সংশ্লিষ্ট পদকে কারিগরি পদ হিসেবে চিহ্নিতকরণ।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	আইসিটি স্থাপনা পরিচালনা ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন সুষ্ঠু হবে।	সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং পরিদপ্তর।	জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের সরকারি সংস্থাসমূহ।	
*৬৩	বিশেষ বেতন-ভাতা ও সুযোগ সুবিধা সহকারে সরকারি পর্যায়ে সকল প্রতিষ্ঠানে পদ সৃজনের ক্ষেত্রে পদোন্নতিযোগ্য কম্পিউটার জনকাঠামো তৈরীকরণ।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সরকারি খাতের আইসিটি পেশাজীবীরা উৎসাহিত হবে। সরকারের আইসিটি সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।		সরকারি পর্যায়ে আইসিটি পেশাজীবীদের বদলি, পদোন্নতি এবং পেশা ব্যবস্থাপনা সহজতর করার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ-এর সক্ষমতা উন্নয়ন।	
কৌশলগত বিষয়বস্তু ২.৫: ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সকল সরকারি তথ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা এবং আইসিটি নির্ভর জনসেবা প্রদান ব্যবস্থার স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা।						
**৬৪	সকল প্রতিষ্ঠানের ই-গভর্নেন্স উদ্যোগের জন্য উদ্ভাবনী তহবিল (Innovation Fund) চালুকরণ ও উন্নয়ন বাজেটে অর্থের সংস্থান করা এবং এ সকল উদ্যোগের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাজস্ব বাজেটে অর্থের বরাদ্দ প্রদান।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, অর্থ বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ	ই-গর্ভনেন্স উদ্যোগ বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় অর্থের সংস্থান নিশ্চিত হবে	✔	✔	✔

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
৬৫	আইসিটি'র মাধ্যমে সরকারি সেবা প্রদানে ও সরকারের বিভিন্ন আইসিটি ভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারি বেসরকারি অংশিদারীত্ব (PPP) উৎসাহিতকরণ।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (Office of PPP)	সরকারের প্রাথমিক উচ্চ বিনিয়োগ-এর প্রয়োজন কমবে এবং আইসিটি কার্যক্রমেরস্থায়ীত্ব নিশ্চিত করবে।			
কৌশলগত বিষয়বস্তু ২.৬: উন্নয়ন প্রকল্পের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও কার্যকারিতা তদারকির জন্য আইসিটি নির্ভর ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।						
*৬৬	বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তি ও বরাদ্দ ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে পরিবীক্ষণের ব্যবস্থাকরণ।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে।	✔		
*৬৭	আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য জনগণের সাথে মতামত গ্রহণ, বিশ্লেষণ এবং পরবর্তীতে প্রকল্প গ্রহণে ব্যবহার।	আইএমইডি	উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাবে।	✔		
*৬৮	প্রকল্প পরিকল্পনা,মনিটরিং এবং অর্থ বরাদ্দে কম্পিউটারভিত্তিক ব্যবস্থা প্রচলন।	পরিকল্পনা কমিশন	প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে দ্রুততা ও দক্ষতা নিশ্চিত হবে।	✔		

উদ্দেশ্য #৩:সার্বজনীন প্রবেশাধিকার

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৩.১: জনসেবার বাধ্যবাধকতা হিসেবে সকল নাগরিককে তথ্য জগতে প্রবেশের সুযোগ প্রদান করা।						
*৬৯	টেলিডেনসিটি বাড়াতে হবে।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ		৯০%	১০০%	
*৭০	দেশব্যাপী ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের প্রসারের মাধ্যমে জাতীয় প্রবৃদ্ধি বাড়বে।	উপজেলা সদর পর্যন্ত 1 Mbps	দেশব্যাপী 2 Mbps	দেশব্যাপী 10Mbps

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
*৭১	তথ্য জগতে সার্বজনীন প্রবেশাধিকারের জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন ও তহবিল (USO) গঠন।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	USO তহবিল ব্যবহার করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের প্রসার	✔		
*৭২	আন্তর্জাতিক মান অনুসরণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য সকল সরকারি ওয়েবসাইট অভিগম্য (Accessible) করা।	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকারি দপ্তর		✔	✔	✔
৭৩	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের তথ্য প্রযুক্তিতে অভিগম্যতা বৃদ্ধিকল্পে উপযুক্ত হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার ও অন্যান্য আইসিটি উপকরণ আমদানির ক্ষেত্রে ভ্যাট মওকুফ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য বিশেষভাবে তৈরী আইসিটি উপকরণের ক্ষেত্রে (এইচ.এস. কোড উল্লেখ থাকলে) শুল্ক হ্রাস করা।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড		✔		
৭৪	সাইবার ক্যাফে ও অন্যান্য ইনফরমেশন এক্সেস সেন্টারমূহকে বিশেষায়িত হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার ও আনুষংঙ্গিক আইসিটি উপকরণ সহকারে প্রতিবন্ধী-বান্ধব করে গড়ে তোলা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ , সাইবার ক্যাফে ওনার্স এসোসিয়েশন		✔	✔	✔
**৭৫	সাইবার ক্যাফে ও অনুরুপ ইনফরমেশন এক্সেস সেন্টারসমূহের ভবন ও অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো প্রতিবন্ধীদের উপযোগী করা ।	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ সাইবার , ক্যাফে ওনার্স এসোসিয়েশন		✔	✔	✔

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৩.২: সকল জেলা সদরে ইন্টারনেট ব্যাকবোন সম্প্রসারণ করে রাজধানীর সমপরিমাণ খরচে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা						
৭৬	দেশের কৃত্রিম যোগাযোগ উপগ্রহ উৎক্ষেপণ।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ (বিটিআরসি)	স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল, টেলিযোগাযোগ, ইন্টারনেট ইত্যাদি ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবহারে ব্যয়কৃত অর্থ সাশ্রয় হবে।			✔
৭৭	ব্রডব্যান্ড ফিক্সড নেটওয়ার্ক স্থাপনে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আরোপিত ক্ষতিপূরণ (Compensation) আদায়ের পরিমাণ হ্রাস করা।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, সিটি কর্পোরেশন, স্থানীয় সরকার বিভাগ	ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ সাশ্রয়ী ও দ্রুত হবে।	✔		
৭৮	সারাদেশে সকল ডিডিএন পয়েন্ট থেকে ইন্টারনেট ব্যবহারে ব্যয়ের সমতা বিধান।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	সমব্যয়ে সকলের নিকট ইন্টারনেট সেবা পৌঁছানো যাবে।	✔		
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৩.৩: জাতীয় টেলিকম নীতিমালা অনুযায়ী সুযোগ সুবিধা প্রদান করে দেশের সর্বত্র ইন্টারনেট এবং আইপি টেলিফোন সেবা সম্প্রসারণ করা।						
৭৯	উন্নত টেলিযোগাযোগ গ্রাহক সেবার জন্য সুবহনীয় নাম্বার চালু করতে হবে।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	ফোন নাম্বার দ্বারা গ্রাহক পরিচিতি ব্যবস্থা চালু করা যাবে।		✔	
৮০	টোল-ফ্রি নাম্বার চালু করতে হবে।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি পাবে।		✔	
৮১	আই.এস.পি'দের আইপি টেলিফোনি লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। আইপি টেলিফোনের ব্যবহার জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি পাবে।	✔		

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৩.৪: আইপি ভিত্তিক টেলিযোগাযোগ সর্বত্র সম্প্রসারণ করা এবং সবার জন্য সাশ্রয়ী করে তোলা।						
৮২	উন্নত ও দ্রুততর ডাটা, মাল্টিমিডিয়া ও ভয়েস কমিউনিকেশন এর জন্য 3G/4G/LTE সার্ভিস চালু করতে হবে।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটসহ মোবাইল প্রযুক্তির বহুবিধ ব্যবহার উৎসাহিত হবে।			
*৮৩	টেলিকম লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া সহজতর করতে হবে।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	নিত্য নতুন টেলিযোগাযোগ সেবা প্রবর্তনে উদ্যোক্তাগণ উৎসাহিত হবে।		✔	
*৮৪	সারাদেশে তারবিহীন ব্রডব্যান্ড (WiMax ও অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে) নেটওয়ার্ক চালু করতে হবে।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	দেশের সর্বত্র দ্রুতগতির ইন্টারনেট সহজলভ্য হবে	বিভাগীয় সদর	৩০টি জেলা	সকল জেলা

উদ্দেশ্য #৪: শিক্ষা ও গবেষণা

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৪.১: গণিত, বিজ্ঞান এবং ইংরেজী শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সকল স্তরে শিক্ষার মান এবং পরিসর বৃদ্ধি করা						
৮৫	প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে কম্পিউটার, ল্যান, উচ্চগতি ইন্টারনেট সংযোগ (ন্যূনতম ১ এমবিপিএস) স্থাপন এবং গণিত, বিজ্ঞান ও ইংরেজীকে প্রাধান্য দিয়ে মাল্টিমিডিয়াভিত্তিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু উন্নয়ন।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা সময় উপযোগী হবে।	PTI এবং NAPE	সকল TTC	সকল URC
৮৬	সরকারি ও বেসরকারি খাতের উদ্যোগে গণিত, বিজ্ঞান ও আইসিটি বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা আয়োজন, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় জাতীয় দলের অংশগ্রহণে সহায়তা প্রদান।	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	আইসিটি বিষয়ে ব্যপক উদ্দীপনা তৈরি হবে এবং আইসিটি দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।	√	√	√

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
৮৭	আইসিটি যন্ত্রপাতি সংগ্রহের জন্য শিক্ষকদের ঋণ/অনুদান প্রদান।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	আইসিটি শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাবে।	✔		
৮৮	শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং ছাত্রদের জন্য ই-বুক এবংই-লার্নিং বিষয়বস্তুর একটি কেন্দ্রীয় সংগ্রহশালা স্থাপন। ই-লার্নিং বিষয়বস্তু তৈরির জন্য বিশেষ সহায়তা প্রদান।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	ই-লার্নিং বিষয়বস্তু সহজলভ্য হবে		✔	
*৮৯	সকল অফ গ্রীড শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সৌর বিদ্যুতের সাহায্য ইন্টারনেট সংযোগের ব্যবস্থাকরণ।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইসিটি ভিত্তিক শিক্ষা প্রসারিত হবে।	৫০%	৫০%	
৯০	মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায়ের জন্য মাল্টিমিডিয়াভিত্তিক শিক্ষার বিষয়বস্তু (Teacher-led Content Development) সৃজনে শিক্ষকদের সক্ষমতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। শ্রেণীকক্ষে পাঠদান পদ্ধতি আনন্দদায়ক এবং ফলপ্রসু হবে।		✔	
৯১	সরকার কর্তৃক প্রতিটি ইউনিয়নে ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র (UISC) স্থাপন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এই সেবা/সুবিধা সকল ওয়ার্ডে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সম্প্রসারণ করতে হবে।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, এনজিও	সকল শিক্ষার্থীদের মাঝে আইসিটি শিক্ষা প্রসারিত হবে।		সকল ইউনিয়ন	সকল ইউনিয়ন, ওয়ার্ড ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
৯২	TVET প্রতিষ্ঠানসমূহে কম্পিউটার, ল্যান, উচ্চ গতিসম্পন্ন ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন।	শিক্ষা মন্ত্রণালয় (কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর)	কারিগরি শিক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের আইসিটি'র ব্যবহারিক জ্ঞান উন্নয়ন হবে।		✔	

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
৯৩	উচ্চ শিক্ষার সকল প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার, ল্যান, উচ্চ-গতির নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন।	শিক্ষা মন্ত্রণালয় (ইউজিসি)	শিক্ষার্থীরা আইসিটি'র মাধ্যমে বিশ্বের জ্ঞান ভান্ডারে সংযুক্ত হবে।		✔	
*৯৪	সকল বিষয় শিক্ষককে শ্রেণীকক্ষে আইসিটি ব্যবহার করে পাঠদানের উপযোগি করে তুলতে হবে।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	আইসিটি শিক্ষকের আশু ঘাটতি পূরণে সহায়ক হবে।		✔	
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৪.২:পাঠ্যসূচীকে বাজার চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা উৎসাহিত করা।						
৯৫	শিক্ষা পরিকল্পনার স্বার্থে দেশে ও বিদেশে শ্রম চাহিদা নিরূপণের জন্য Labour Market Information System (LMIS) চালুকরণ।	শ্রম ও প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদিশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়	বাজার-চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনয়ন।			
৯৬	আইসিটি'র ছাত্র/ গ্র্যাজুয়েটদের আইসিটি শিল্পের সাথে সেতুবন্ধন স্থাপনে উৎসাহ প্রদানের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ এবং এ লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ইনকিউবেটর স্থাপন। আইসিটি শিল্প তাদের জনবলের অন্তত ৫ শতাংশ ইন্টার্ণশিপ-এর জন্য উন্মুক্তকরণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় (ইউজিসি), আইসিটি এসোসিয়েশন (বেসিস, বিসিএস, আইএসপিএবি, ইত্যাদি)	১) নতুন গ্রাজুয়েট বা ইন্টার্ণরা শিল্প প্রতিষ্ঠান উপযোগী করে নিজেদের গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। ২) শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিকাশে সহায়ক হবে।			
৯৭	(ক) সফট্ওয়্যার ডিজাইন, উন্নয়ন, গুণগতমান নিশ্চিতকরণ এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনার জন্য Certification-এর মাধ্যমে আইসিটি শিল্পে নিয়োজিত জনবলের পেশাগত মানের ক্রমাগত উন্নয়ন (continious professional development)।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ও আইসিটি অধিদপ্তর)	আইসিটি শিল্পে উপযুক্ত দক্ষতাসম্পন্ন জনবলের ঘাটতি পূরণ হবে।		✔	

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
	(খ) Commercially available off the shelf Software (COTS)-ক্রয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	স্থানীয় সফটওয়্যার শিল্প অনুপ্রাণিত হবে।		✔	
৯৮	সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের ই-সেবাসমূহ বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান, হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার-এর মান নির্ধারণ, ই-গভর্নেন্স এ্যাপ্লিকেশন উন্নয়ন।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ও আইসিটি অধিদপ্তর)	ই-গভর্নেন্স কার্যক্রম বাস্তবায়নে নির্ভরযোগ্য ও আন্তর্জাতিক মান অনুসৃত হবে।		✔	
৯৯	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে প্রবাসী বাংলাদেশীদের (NRBs) সহায়তায় প্রযুক্তি হস্তান্তর (Technology Transfer)।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	প্রযুক্তি হস্তান্তর অধিকতর উপযোগী ও টেকসই হবে।	✔		
১০০	বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের জন্য উপযোগি আইসিটি এবং ITES (ওয়েব ও মোবাইল কনটেন্ট উন্নয়ন, এ্যানিমেশন, কম্পিউটার গেম্‌স, প্রকাশনা ও অন্যান্য) এর বাজার অনুসন্ধান।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় (রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো)	বিশ্বে বাংলাদেশের আইসিটি বাজার সম্প্রসারণ হবে।	✔		
১০১	অভ্যন্তরীণ ও বিশ্ব বাজার উপযোগি দক্ষতা উন্নয়নে ফ্রি-ল্যান্সিং, আউটসোর্সিং এবং আইসিটি নির্ভর সেবাখাত (ITES) সম্পর্কিত স্বল্প মেয়াদী কোর্স TVET প্রোগ্রামে অন্তর্ভুক্তকরণ।	শিক্ষা মন্ত্রণালয় (কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	TVET প্রোগ্রামকে যুগোপযোগী করা সম্ভব হবে।	✔		
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৪.৩: প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে আইসিটি কোর্স অন্তর্ভুক্ত করে দেশব্যাপী আইসিটি সাক্ষরতা সম্প্রসারণ করা।						
১০২	জ্ঞান-ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের আইসিটি কারিকুলাম নিয়মিত হালনাগাদকরণ।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	আইসিটি কারিকুলাম নিয়মিত হালনাগাদ হবে।	✔	✔	✔

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
১০৩	প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ল্যান ও ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান এবং ছাত্র-শিক্ষকদের আইসিটি সাক্ষরতা উন্নয়ন।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন এবং ছাত্র-শিক্ষকদের আইসিটি সাক্ষরতা বৃদ্ধি পাবে।	মাধ্যমিক পর্যায়ে	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে	প্রাথমিক পর্যায়ে
১০৪	প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং TVET প্রোগ্রামের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় (মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর)	TVET প্রোগ্রামের লক্ষ্য পূরণ আরো সহজতর হবে।	✔	✔	
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৪.৪: আইসিটির উচ্চতর পর্যায়ে শিক্ষা ও গবেষণা পরিচালনার জন্য দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের মাধ্যমে একটি আইসিটি সেন্টার অফ এক্সেলেন্স প্রতিষ্ঠা করা।						
১০৫	দেশের কৃষিজাত দ্রব্যের জেনেটিক ম্যাপিং প্রোফাইল তৈরীর জন্য বায়ো-ইনফরমেট্রিক্স গবেষণা।	কৃষি মন্ত্রণালয় (বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কেন্দ্র)	গবেষণার মাধ্যমে কৃষিখাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে।	✔	✔	✔
১০৬	প্রত্যেক বিভাগে একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে আইসিটি'র সেন্টার অফ এক্সেলেন্স হিসেবে গড়ে তুলতে এবং আইসিটি বিভাগের আওতায় অনুরূপ একটি সেন্টার উন্নয়নে বিশেষ সহায়তা প্রদান।	শিক্ষা মন্ত্রণালয় (ইউজিসি) আইসিটি বিভাগ	সমগ্র দেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উচ্চতর মানসম্পন্ন আইসিটি শিক্ষার বিস্তার ঘটবে।			✔
*১০৭	বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আইসিটি'র প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পে আইসিটি শিল্পকে সম্পৃক্তকরণ এবং এরূপ প্রকল্পে সরকারি অনুদান প্রদান।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, আইসিটি এসোসিয়েশন	আইসিটি শিল্প, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারের সম্মিলিত উদ্যোগে দেশের নানাবিধ সমস্যার স্বকীয় সমাধান সম্ভব হবে।	✔		

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৪.৫: সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বমানের আইসিটি শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং গবেষণা ও উদ্ভাবনে উৎসাহিত করার জন্য আইসিটি শিক্ষায় স্নাতকোত্তর শিক্ষা প্রবর্তন করা।						
*১০৮	আইসিটি শিক্ষার মান নিশ্চিতকরণের জন্য সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের আইসিটি শিক্ষাকে নিয়মিত র‌্যাংকিং করা।	শিক্ষা মন্ত্রণালয় (ইউজিসি)	বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আইসিটি শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা উৎসাহিত হবে।	✔		
১০৯	আইসিটি শিল্পের সহায়তায় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আইসিটি শিক্ষায় মেধাবৃত্তি চালুকরণ।	শিক্ষা মন্ত্রণালয় (ইউজিসি), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	আইসিটি শিক্ষায় মেধাবী শিক্ষার্থীরা অনুপ্রাণিত হবে।	✔		
*১১০	আইসিটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আইসিটি বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা।	শিক্ষা মন্ত্রণালয় (ইউজিসি), আইসিটি এসোসিয়েশন	১. আইসিটি শিল্পের জন্য যথাযথ ও বাণিজ্যিকভাবে সম্ভাবনাময় প্রযুক্তি উদ্ভাবনে উৎসাহিত করবে। ২. আইসিটি শিল্প ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ফলপ্রসু যোগসূত্র স্থাপন হবে।		✔	
**১১১	দেশের আইসিটি সক্ষমতা উপস্থাপনের নিমিত্ত নিয়মিতভাবে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা ও এতদসংক্রান্ত প্রকাশনার ব্যবস্থাকরণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে আইসিটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ব্র্যান্ডিং করা।	✔		
*১১২	অর্জিত জ্ঞান সহজলভ্য করার জন্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহে ডিজিটাল লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা এবং এগুলোর মধ্যে আন্তঃসংযোগ স্থাপন; এবং এর মাধ্যমে আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা স্থাপন।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ইউজিসি	শিক্ষার্থী ও গবেষকদের জ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় সহায়ক হবে।	সকল বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি জাতীয় গবেষণা ও শিক্ষা নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হবে।	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত সকল কলেজকে এই নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হবে।	

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
*১১৩	দেশের ডিজিটাল লাইব্রেরী নেটওয়ার্ককে বহিঃবিশ্বের গবেষণা নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্তকরণ এবং অনলাইনে প্রাপ্ত গবেষণা বিষয়ক সাইট সাবস্ক্রাইবকরণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও ইউজিসি	দেশীয় শিক্ষার্থী ও গবেষকদের জন্য বহির্বিশ্বের জ্ঞানভান্ডারে প্রবেশ সহজ হবে।	✔		
১১৪	জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য আইসিটি নির্ভর সমাধান তৈরিতে স্থানীয় আইসিটি গবেষণা ও শিল্পের সহায়তা গ্রহণ।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	জাতীয় প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে কৌশলগত স্বাধীনতা সংরক্ষিত হবে।			
১১৫	বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান পাঠ্যসূচী প্রতি দুই বছর পরপর পর্যালোচনাপূর্বক যুগোপযোগী করা হবে।	শিক্ষা মন্ত্রণালয় (ইউজিসি)	পাঠ্যসূচী সময়োপযোগী হওয়ায় তা অধিক কার্যকরী হবে।	✔	✔	✔
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৪.৬: আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী এবং বিশেষ সহায়তা প্রয়োজন এমন ব্যক্তিদের শিক্ষা এবং গবেষণায় সম্পৃক্ত করা।						
১১৬	প্রতিবন্ধীদের জন্য কম্পিউটার এপ্লিকেশন-এর সাথে ভাষা প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থাদি সংযুক্তকরণ।	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	আইসিটি প্রযুক্তির সুবিধা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সম্প্রসারিত হবে।	✔	✔	বিভিন্ন এপ্লিকেশন প্যাকেজে TTS, ASR, OCR সমন্বিত করতে হবে।
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৪.৭: ইডিসিপি, গণসাক্ষরতা এবং আজীবন শিক্ষাসহ শিক্ষার সকল স্তরে আইসিটির ব্যবহার বৃদ্ধি করা।						
১১৭	মুঠোফোনের জন্য বাংলা কী-প্যাড প্রমিতকরণ ও বর্ণমালার এনকোডিং স্ট্যান্ডার্ড-এর পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে হালনাগাদকরণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	বাংলা কনটেন্টের মাধ্যমে শিক্ষা ও সেবা খাত বিকশিত হবে।	✔	✔	✔
১১৮	কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীতে ই-সেবা চালু এবং ই-বুক তৈরী; এ ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে অন্যান্য সরকারি পাঠাগারে সম্প্রসারণ।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	লাইব্রেরীর সেবায় জনগণের প্রবেশাধিকার বৃদ্ধির মাধ্যমে জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা।	কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী এবং বিভাগীয় শাখায়	সকল জেলা লাইব্রেরী	দেশের সর্বত্র

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
১১৯	দরিদ্র শিশুদের জন্য মাল্টিমিডিয়া যন্ত্রাদি ব্যবহার করে সরকারি-বেসরকারি এবং কমিউনিটি স্কুলে ইসিডিপি (ECDP) চালুকরণ।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	প্রাথমিক শিক্ষার কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে।		✔	
*১২০	যুব উন্নয়ন কর্মসূচীতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার উপযোগী আইসিটি দক্ষতা উন্নয়নে কোর্স (যেমন-ফ্রিল্যান্সিং, গ্রাফিক্স, ইত্যাদি) চালুকরণ।	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর	আইসিটি দক্ষ জনবল বেশী সংখ্যায় তৈরী হবে।	পরীক্ষামূলক ভাবে ২৫টি যুব উন্নয়ন কেন্দ্র।	দেশের সকল যুব উন্নয়ন কেন্দ্র।	
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৪.৮: আইসিটি শিল্পে দক্ষ পেশাজীবীর সাময়িক ঘাটতি পূরণের জন্য আইসিটি পেশাজীবীদের দক্ষতা পরিমাপ করে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ঘাটতি পূরণের জন্য নিরবচ্ছিন্ন শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং পেশাগত দক্ষতা যাচাই ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা।						
১২১	আইসিটির পেশাগত দক্ষতা যাচাই ও উন্নীতকরণের জন্য এ্যাক্রিডিটেশন চালুকরণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ও আইসিটি অধিদপ্তর)	আইসিটি জনবলের মান উন্নয়ন হবে ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।	সরকার সনদ প্রদানের জন্য ২ টি যাচাই পদ্ধতি গ্রহণ করবে।	সরকার সনদ প্রদানের জন্য প্রতি বছর কমপক্ষে ৫ টি পরীক্ষা গ্রহণ করবে।	✓

উদ্দেশ্য #৫:কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৫.১: স্থানীয় আইসিটি শিল্পে বিনিয়োগের জন্য উৎসাহ প্রদান করা।						
১২২	বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ সৃষ্টি করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে হাইটেক পার্কের কার্যক্রম বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা হবে। জাতীয় পর্যায়ে আইসিটি শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসারে একটি উচ্চ পর্যায়ের উপদেষ্টা কাউন্সিল গঠন করা হবে।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আইসিটি এসোসিয়েশনস	আইসিটি পলিসির ভিত্তিতে নেয়া সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত হবে।	✔		

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
*১২৩	আইসিটি শিল্প উন্নয়ন তহবিল (আইআইডিএফ) গঠন।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	দেশীয় সফটওয়্যার/ ITES শিল্পের উন্নয়নে গৃহীত প্রকল্পের বাস্তবায়ন দ্রুততর হবে।	পর্যাপ্ত অর্থসহ তহবিল সৃষ্টি		
১২৪	আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পন্থা অনুসরণে আইসিটি কোম্পানীর যোগ্যতা/মান নির্ণয়ে একটি পৃথক এক্রেডিটেশন বডি গঠন।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে যোগ্য ও মানসম্পন্ন আইসিটি কোম্পানীর গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে।	✔		
*১২৫	স্থানীয় ও রপ্তানীমুখী আইসিটি বিষয়ক কাজে আইসিটি প্রতিষ্ঠানসমূহকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত স্বল্প সুদে কার্যকরী বিশেষ ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ফান্ড গঠন ।	অর্থ বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় (রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো)	আইসিটি প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনায় অর্থায়ন সমস্যার সমাধান হবে।	✔		
১২৬	সরকারি মালিকানাধীন আইটি পার্ক, এসটিপি, ইনকিউবেটর, হাইটেক পার্ক ও অন্যান্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে দেশীয় আইসিটি উদ্যোক্তাদের ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে মূল্যছাড় দেয়া হবে।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ)	আইসিটি উদ্যোগ উৎসাহিত হবে।	✔		
**১২৭	ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্থানীয় আইসিটি সামগ্রীর জন্য মূল্য সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।	আইএমইডি (সিপিটিইউ), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	স্থানীয় আইসিটি শিল্প বিকশিত হবে।	✔	✔	
*১২৮	তরুণ আইসিটি গ্রাজুয়েটদের আইসিটি কোম্পানী প্রতিষ্ঠার জন্য ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ড গঠন করা।	অর্থ বিভাগ	তরুণ এবং মেধাবী গ্রাজুয়েটদের সৃজনশীল উদ্যোগ দ্বারা আইসিটি শিল্পের বিকাশ ঘটবে।		✔	

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৫.২: দেশীয় ও বিশ্ববাজারে চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে অধিক সংখ্যক আইসিটি পেশাজীবী তৈরির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা উন্নয়ন করা।						
১২৯	বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আইসিটি সংশ্লিষ্ট বিভাগের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি এবং আনুপাতিক হারে উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ।	শিক্ষা মন্ত্রণালয় (ইউজিসি)	দেশের বিকাশমান আইসিটি শিল্পে যোগান দেবার জন্য অধিক হারে আইসিটি জনবল উন্নয়ন সম্ভব হবে।	✔		
১৩০	আইসিটি শিক্ষকদের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাওয়া উৎসাহিত করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিবেচনায় উপযুক্ত পরিমাণ আর্থিক সুবিধা প্রদান করতে হবে।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	ঢাকার বাইরে আইটি বিষয়ে মানসম্পন্ন শিক্ষক প্রাপ্তি সহজ হবে।	✔		
১৩১	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় জেলা পর্যায়ে কলেজে উপযুক্ত আইসিটি অবকাঠামোসহ আন্ডারগ্রাজুয়েট আইসিটি প্রোগ্রাম চালুকরণ।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	অধিক হারে আইসিটি দক্ষ জনবল তৈরী হবে; আইসিটি শিল্পে দক্ষ জনবলের ঘাটতি পূরণে সহায়ক হবে।	২০টি জেলার কমপক্ষে একটি কলেজ	৪০টি জেলার কমপক্ষে একটি কলেজ	সকল জেলার কমপক্ষে একটি কলেজ
১৩২	স্থানীয় ও বিশ্ব বাজারে আইসিটি জনবলের চাহিদা নিরূপণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	আইটি পেশাজীবীদের চাহিদা নিরূপণের মাধ্যমে আইসিটি জনবল উন্নয়নে সুষ্ঠু পরিকল্পনা করা সম্ভব হবে।		✔	
১৩৩	আইসিটি কোম্পানীসমূহের নারী জনবল ক্রমান্বয়ে মোট মানব সম্পদের ৫০ শতাংশে উন্নীত করা।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, আইসিটি এসোসিয়েশন	আইসিটি ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অংশগ্রহণে সমতা বিধান হবে।		✔	
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৫.৩: বিশ্ববাজারে দক্ষ জনবলের কর্মসংস্থান সহজতর করা।						
*১৩৪	বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশী ভাষা এবং বিশেষায়িত আইসিটি প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ও আইসিটি অধিদপ্তর)	বৈদেশিক শ্রমবাজার উপযোগি করে গড়ে তোলা যাবে।	✔		

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
১৩৫	বিশ্বের আইসিটি অঙ্গনে তথ্য প্রযুক্তির উচ্চতর পর্যায়ের কর্মসংস্থানের জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ।	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	বাংলাদেশী আইসিটি পেশাজীবীগণ অধিক হারে বিশ্ববাজারে উচ্চতর পর্যায়ে প্রবেশের সুযোগ পাবে।	✔	✔	
১৩৬	আইসিটি পেশাজীবীদের বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাকারী রিক্রুটিং এজেন্সীকে ট্যাক্স সুবিধা প্রদান।	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	রিক্রুটিং এজেন্সীদের ট্যাক্স সুবিধা প্রদানের ফলে বহির্বিশ্বে আইসিটি কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে।		✔	
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৫.৪: আইসিটি পেশাজীবীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য আর্থিক সহায়তা করা।						
*১৩৭	আইসিটি শিক্ষার জন্য সহজ শর্তে স্বল্প সুদে (গ্রেস পিরিয়ডসহ) দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।	বাংলাদেশ ব্যাংক	তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষায় অসচ্ছল মেধাবী শিক্ষার্থীরা উৎসাহিত হবে।	✔		

উদ্দেশ্য #৬ : রপ্তানী উন্নয়ন

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৬.১: বাংলাদেশী আইসিটি পণ্য ও সেবা বিশ্ববাজারে বাজারজাতকরণের জন্য শক্তিশালী বিপণন ও ব্র্যান্ডিং করা।						
*১৩৮	আইসিটি শিল্পের সক্ষমতা পরিমাপ ও রপ্তানী বৃদ্ধিকল্পে রোডম্যাপ (Roadmap) প্রণয়ন।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	দেশীয় আইসিটি পণ্যের রপ্তানী বাজার সম্প্রসারিত হবে।	সক্ষমতা পরিমাপ এবং রোডম্যাপ তৈরি।	রোডম্যাপ পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণ	✔
*১৩৯	আইসিটির রপ্তানী বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে আইসিটি জ্ঞানসম্পন্ন জনবল সহকারে আইসিটি ডেস্ক স্থাপন।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সফটওয়্যার ও ITES রপ্তানী বৃদ্ধি পাবে।	যুক্তরাষ্ট্র ও সুইডেন	রোডম্যাপ অনুযায়ী অন্তত আরো ৫টি দেশে (যেমন জাপান, যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য)	কমপক্ষে ২০ টি দেশে

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
*১৪০	অন্যতম সেরা আউটসোর্সিং এর স্থান হিসেবে বাংলাদেশের ব্র্যান্ডিংকরণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	বাংলাদেশের আইসিটি সক্ষমতার প্রতি বহির্বিশ্বের আস্থা বৃদ্ধি পাবে।	✔	✔	✔
১৪১	বিশ্বের বড় বড় আইসিটি মেলা, কনফারেন্স এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের লিংকেজ প্রোগ্রামে উচ্চ পর্যায়ের নীতি-নির্ধারনী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং শিল্পের অংশগ্রহণ।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের আইসিটি পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ হবে।	✔	✔	✔
১৪২	প্রতিবছর ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড, ইন্টারনেট মেলা এবং বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা আয়োজন।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	আইসিটি কার্যক্রমে দেশের মানুষের সম্পৃক্ততা বাড়বে এবং বহির্বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের আইসিটি খাত সম্পর্কে ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরী হবে।	৫টি দেশ থেকে আমন্ত্রন জানানো হবে।	১৫টি দেশ থেকে আমন্ত্রন জানানো হবে।	
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৬.২: নির্ভরযোগ্য আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।						
*১৪৩	সকলের জন্য সহনীয় মূল্যে নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথের ব্যবস্থা করা।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	সুলভে ইন্টারনেট সংযোগ পাওয়া যাবে।			
১৪৪	ইন্টারনেট সংযোগ প্রসারে বিদ্যমান অবকাঠামো (যেমন বিটিসিএল ও অন্যান্য অপারেটরদের ফাইবার, কপার এবং অন্যান্য ক্যাবল স্থাপনা) লীজের সুবিধা প্রদান করা।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	নেটওয়ার্ক অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যয় ও সময়ের সাশ্রয় হবে।	✔		
১৪৫	জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ উৎসাহিত করার জন্য সফটওয়্যার শিল্প, আইসিটি ইনকিউবেটর অথবা পার্ক, লাইব্রেরী, শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ইন্টারনেট কিয়স্ক, টেলিসেন্টার, ইত্যাদিতে হ্রাসকৃত মূল্যে ব্যান্ডউইথ সরবরাহ।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	ইন্টারনেট ব্যবহার সম্প্রসারিত হবে এবং জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত হবে।	✔		

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
*১৪৬	সারাদেশে সফটওয়্যার টেকনোলজী পার্ক, হাইটেক পার্ক ও আইসিটি ইনকিউবেটর স্থাপন করা এবং এ সকল স্থাপনায় আইসিটি শিল্পোদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে কর অবকাশ, রাজস্ব ও অন্যান্য প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থাকরণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, অর্থ বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	আইসিটি খাতে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে; কর্মসংস্থান এবং রপ্তানী বৃদ্ধি পাবে।	মহাখালীতে সফটওয়্যার টেকনোলজী পার্ক স্থাপিত হবে।		
*১৪৭	টেলিযোগাযোগ সংশ্লিষ্টক্যাবল, ডাক্টস ইত্যাদি স্থাপনের ক্ষেত্রে খননকৃত রাস্তা অনুমোদন ও Compensation পরিশোধ সহজীকরণ; খননকৃত রাস্তা/স্থাপনা মেরামত/স্থাপনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সম্পন্ন হতে হবে।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	সারাদেশে নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেট অবকাঠামো উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।			
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৬.৩: রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান করা এবং শিল্প-বান্ধব নীতি ও উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা।						
১৪৮	আইসিটিসহ অন্যান্য উদ্ভাবনসমূহকে উৎসাহিত করতে আইপিআর আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন ও আধুনিকায়ন (প্যাটেন্ট ও নকশা, ট্রেডমার্ক, কপিরাইট ইত্যাদি)।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়	বহির্বিশ্বে বাংলাদেশকে আউটসোর্সিং কাজ, সফটওয়্যার রপ্তানী, তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক পণ্য ও সেবা প্রদানের নির্ভরযোগ্য ক্ষেত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যাবে।	✔	✔	
*১৪৯	২০১৮ সাল পর্যন্ত স্থানীয় হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ও আইটিইএস খাতের উদ্যোক্তাদের আয়কর মওকুফ।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	আইসিটি খাতে বিনিয়োগ উৎসাহিত হবে।	✔		
১৫০	নেটওয়ার্ক যন্ত্রপাতির (ডাটা সংযোগ এর ক্ষেত্রে) উপর শুল্ক ও ভ্যাট হ্রাসকৃত হারে নির্ধারণ।	অর্থ বিভাগ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড)	ইন্টারনেটের প্রসার ঘটবে ও সাধারণ গ্রাহকের ইন্টারনেট ব্যয় হ্রাস পাবে।	✔	✔	

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
১৫১	দেশীয় আইসিটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত ইন্টারনেট ও আইসিটি বিষয়ক পরামর্শ সেবার উপর হ্রাসকৃত হারে ভ্যাট নির্ধারণ।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	আইসিটি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে দেশীয় উদ্যোক্তাগণ উৎসাহিত হবেন।	✔		
১৫২	স্থানীয়ভাবে তৈরী সফটওয়্যারের রপ্তানীকারী প্রতিষ্ঠানকে বোনাস প্রদান।	অর্থ বিভাগ, আইসিটি বিভাগ ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	সফটওয়্যার রপ্তানী উৎসাহিত হবে।		✔	
১৫৩	(ক)স্থানীয় কম্পিউটার/আইসিটি হার্ডওয়্যার শিল্পের প্রয়োজনীয় ক্যাপিট্যাল মেশিনারীজ ও খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানীর ক্ষেত্রে শুল্ক সুবিধা প্রদান। (খ) স্থানীয় কম্পিউটার/আইসিটি হার্ডওয়্যার শিল্পে উৎপাদিত বা সংযোজিত কম্পিউটারসহ আন্যান্য হার্ডওয়্যার সামগ্রীর সরকারি ক্রয়ে অগ্রাধিকার প্রদান।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সিপিটিইউ	স্থানীয় আইসিটি হার্ডওয়্যার শিল্পে বিনিয়োগ উৎসাহিত হবে।	✔		
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৬.৪: সম্ভাবনাময় সফট্ওয়্যার ও আইটি ভিত্তিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থায়ন নিশ্চিত করা।						
*১৫৪	আইসিটি শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী ইইএফ নীতি পরিমার্জন করা।	অর্থ বিভাগ	আইসিটি শিল্পের চাহিদা মাফিক অর্থায়ন প্রক্রিয়া সহজতর হবে।	✔	✔	✔
**১৫৫	হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ও আইটিইএস খাতে প্রয়োজনীয় ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল এর জন্য জামানতবিহীন ঋণের বন্দোবস্ত করা।	অর্থ বিভাগ , বাংলাদেশ ব্যাংক, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	আইসিটি কোম্পানীসমূহের প্রকল্প বাস্তবায়নে আর্থিক সমস্যা নিরসন হবে।	যুক্তিসঙ্গত পরিমাণে প্রতিবছর বাজেটে এর বরাদ্দ থাকবে	আইসিটি শিল্পের চাহিদা অনুসারে অধিকতর অর্থায়নের সুযোগ রাখা হবে।	

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৬.৫:তথ্য প্রযুক্তির মান, প্রক্রিয়া, প্রযুক্তি, কর্মক্ষেত্র, ভ্যালু চেইন এবং niche মার্কেট উন্নয়নের জন্য গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে সৃজনশীলতা লালন করা।						
১৫৬	আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ করে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার বিশ্লেষণ, চাহিদা নিরূপথ এবং তদানুযায়ী দেশীয় আইসিটি জনবলের দক্ষতা উন্নয়নে প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ও আইসিটি অধিদপ্তর)	আইসিটি ব্যবসা পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, বিপণন ও সফটওয়্যার উন্নয়নে দক্ষ জনবল তৈরি।		✔	
**১৫৭	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার জন্য মাস্টার্স, পিএইচডি প্রোগ্রাম উৎসাহিত করতে ফেলোশীপ প্রদান এবং উদ্ভাবনী কাজে উৎসাহ প্রদানের জন্য অনুদান প্রদান করা হবে।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	উচ্চতর গবেষণা উৎসাহিত হবে এবং তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন হবে।	আইসিটি গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবনী প্রকল্প এবং আইডিয়ার জন্য যুক্তি সঙ্গত পরিমাণে অর্থ বরাদ্দ রাখা হবে।	✔	✔

উদ্দেশ্য #৭: আইসিটি সহায়ক বিষয়সমূহ

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৭.১:মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ, অনলাইন ডকুমেন্ট আদান-প্রদান, লেন-দেন এবং পেমেন্ট এর সহায়ক আইনী অবকাঠামো তৈরি করা।						
*১৫৮	আন্তঃব্যাংক লেনদেনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের বিদ্যমান পেমেন্ট গেটওয়েতে আন্তর্জাতিক লেনদেনের উপযোগীকরণ ও সকল ব্যাংকে কোর ব্যাংকিং সিস্টেম বাস্তবায়ন।	বাংলাদেশ ব্যাংক	ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে আর্থিক লেনদেনে সময়-অর্থ সাশ্রয়ী, নিরাপদ ও সহজতর হবে।	✓		
*১৫৯	সাইবার অপরাধ তদন্ত ও নির্ণয়ের লক্ষ্যে পুলিশের জন্য বিশেষ ইউনিট গঠন ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (বাংলাদেশ পুলিশ)	সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।			
১৬০	কম্পিউটার ইমার্জেন্সী রেসপন্স টীম (CERT) গঠন এবং আইসিটি বিভাগের আওতায় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সী স্থাপন।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ				

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
**১৬১	সাইবার ক্রাইম এবং মেধাস্বত্ব লঙ্ঘনের অপরাধ নিয়ন্ত্রণের জন্য স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল চালু করতে হবে।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়,	সাইবার নিরাপত্তা বিধান এবং মেধাস্বত্ব সংরক্ষণে আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত হবে।	✓		
১৬২	একাধিক ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ স্থাপন।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	ইন্টারনেট সেবা দানকারীদের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ সহজতর হবে।	✓	✓	✓
১৬৩	পেটেন্ট এবং ডিজাইন এ্যাক্ট আইসিটি শিল্প সহায়ক করার জন্য সংশোধন।	শিল্প মন্ত্রণালয়	আইসিটি শিল্পে সৃজনশীল কাজ উৎসাহিত হবে।	✓		
*১৬৪	ইলেকট্রনিক লেনদেন সহজতর ও নিরাপদ করতে নতুন আইন প্রণয়ন ও বিদ্যমান সাংঘর্ষিক আইন সংশোধন।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	ইলেক্ট্রনিক লেনদেনের অবকাঠামো সম্প্রসারণ এবং সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।	✓		
**১৬৫	আইসিটি এ্যাক্ট ২০০৬ এবং এর অধীন বিধি বিধান বাস্তবায়নে অন্যান্য আইন অথবা বিধি বিধান পর্যালোচনা এবং প্রয়োজন মাফিক পরিবর্ধন/পরিমার্জন করা।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে তথ্য আদান প্রদান ও লেনদেনের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ সহজতর হবে।	স্ট্যাম্প এ্যাক্ট’১৮৯৯, কোর্ট-ফি এ্যাক্ট’১৮৭০, এভিডেন্স এ্যাক্ট’১৮৭২, পাওয়ার অফ এটর্নী এ্যাক্ট’১৮৮২ অনুযায়ী ই-ডকুমেন্ট এর জন্য স্ট্যাম্প ডিউটি নির্ধারণ করতে হবে; এবং রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্ট’১৯০৮ ও ই-ডকুমেন্ট রেজিস্ট্রেশন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।	অন্যান্য প্রয়োজনীয় আইন।	

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৭.২:রাজধানীর বাইরে আইসিটি'র উন্নয়ন কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ করা।						
১৬৬	সরকারি কর্মকান্ডের বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যেসকল সরকারি দপ্তরে উচ্চ গতির ডাটা সংযোগ ও ই-গভর্নেন্স প্রবর্তন।	অর্থ মন্ত্রণালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সরকারি কর্মকান্ডের বিকেন্দ্রীকরণ			
১৬৭	ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক স্থাপন এবং ইউনিয়ন পরিষদকে কেন্দ্র করে ওয়াই-ফাই জোন চালুকরণ।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সাধারণ জনগণ ইন্টারনেটের আওতায় আসবে		✔	✔
১৬৮	সরকারি বেসরকারি আবাসনে ইন্টারনেট সুবিধা নিশ্চিতকরণের জন্য বিল্ডিং-এর নকশা অনুমোদনের সময় ইন্টারনেট ক্যাবলিং এর বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। দেশের অন্যান্য শহরে আইএসপি, ডাটা সংযোগ প্রদানকারী, আবাসন এবং অবকাঠামো নির্মাণকারীদের সুবিধাদি প্রদান করতে হবে।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, গণপূর্ত অধিদপ্তর, রাজউক, স্থানীয় সরকার বিভাগ, আবাসান অধিদপ্তর	সাধারণ জনগণ ইন্টারনেটের আওতায় আসবে			
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৭.৩:ইন্টারনেট-এর প্রাপ্যতা এবং নির্ভরযোগ্যতা বাড়িয়ে তোলা।						
১৬৯	রিডানডেন্ট সাবমেরিন ক্যাবলসহ এশিয়ার আন্তঃরাষ্ট্রীয় ফাইবার টেরিস্ট্রেরিয়াল ক্যাবলে সংযোগ স্থাপন।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	নিরবিচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিত হবে।			
*১৭০	গ্রাহক পর্যায়ে মোবাইল ইন্টারনেটের মূল্য হ্রাস এবং 4G প্রযুক্তি প্রচলন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পাবলিক প্লেসে মোবাইল হটস্পটের মাধ্যমে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ব্যবস্থা চালুকরণ।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	জনগণকে সাশ্রয়ী মূল্যে ইন্টারনেট প্রদান করা যাবে।	✔		

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
১৭১	ব্যান্ডউইডথ ও ব্যাকহলের মূল্য কমিয়ে শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে ব্যান্ডউইডথ ব্যয়ের সমতা আনয়নের মাধ্যমে ইন্টারনেট সাধারণ জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে আনা।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	জনগণকে সাশ্রয়ীমূল্যে ইন্টারনেটের সুবিধা প্রদান করবে।	✔		
১৭২	ব্রডব্যান্ড নীতিমালা বাস্তবায়ন করতে হবে।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	আইসিটির ব্যবহার শহরকেন্দ্রিক না হয়ে সারাদেশে সম্প্রসারিত হবে।	✔		
১৭৩	WiMAX-এর লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। অন্যান্য উন্নত ও দ্রুতগতি সম্পন্ন প্রযুক্তির সুবিধা তৃণমূল পর্যায়ে সম্প্রসারণ করতে হবে।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	অধিকাংশ জনগণের জন্য আইপি টেলিফোনি সেবা সহ গতিশীল ইন্টারনেট কাভারেজ প্রদান করবে।	✔		
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৭.৪:শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন করা।						
১৭৪	প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ২০টি কম্পিউটার ও ১টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সম্বলিত কম্পিউটার-কাম-ল্যাংগুয়েজল্যাব স্থাপন।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইসিটি ভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন হবে।			✔
১৭৫	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমে বিনামূল্যে উচ্চ গতি সম্পন্ন ইন্টারনেট সংযোগ (ন্যূনতম ১ এমবিপিএস) প্রদান।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ (বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন)	শিক্ষার্থীরা বিশ্বজ্ঞানভান্ডারে প্রবেশের সুযোগ পাবে।	২০%	৩০%	৫০%
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৭.৫:সাশ্রয়ী, ওপেন সোর্স এবং ওপেন আর্কিটেকচার সলিউশন এর ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করা।						
১৭৬	সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানে, স্বীকৃত এসোসিয়েশন, স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাস্বত্ব এবং ওপেন সোর্স সফটওয়্যার এর বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (আইসিটি অধিদপ্তর)	সফটওয়্যার পাইরেসী নিয়ন্ত্রণ, আইপিআর আইনের বাস্তবায়ন নিশ্চিত হবে; ওপেন সোর্স সমাধান সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি হবে।			

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
১৭৭	মিশন ক্রিটিক্যাল ও বিশেষায়িত সফটওয়্যার ব্যতীত সফটওয়্যার ক্রয়ের ক্ষেত্রে ওপেন সোর্স সফটওয়্যারকে অগ্রাধিকার প্রদান।	সকল সরকারি সংস্থা	সাশ্রয়ী মূল্যে সফটওয়্যার ক্রয় করা যাবে।	√	√	√
**১৭৮	সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ওপেন সোর্স সফটওয়্যার এর ব্যবহার।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সফটওয়্যার পাইরেসী দূর হবে এবং সকল পর্যায়ে উন্নত মেধাকর্মী (Knowledge Worker) পাওয়া যাবে।	১০ শতাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ওপেন সোর্স অপারেটিং সিস্টেম, অফিস টুলস ও শিক্ষামূলক সফটওয়্যার ব্যবহৃত হবে।	২০%	১০০%
১৭৯	সরকারি পর্যায়ে ওপেন সোর্স অপারেটিং সিস্টেম, টুলস ও অফিস এ্যাপ্লিকেশনের ব্যবহার শুরু করতে হবে।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ও আইসিটি অধিদপ্তর)	সফটওয়্যারের লাইসেন্স ব্যয় হ্রাস পাবে। উন্মুক্ত সোর্সকোড ব্যবহার করে প্রয়োজনে সফটওয়্যার পরিবর্তন করা যাবে।	১০ শতাংশ সরকারি আইটি স্থাপনা ওপেন সোর্স অপারেটিং সিস্টেম ও অন্যান্য সফটওয়্যার দ্বারা পরিচালিত হবে।	৩০%	৬০%
১৮০	আইসিটি শিল্প ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় ওপেন সোর্স গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	ওপেন সোর্স সফটওয়্যার ব্যবহার করে নিজেদের উপযোগি সফটওয়্যার তৈরী হবে।			
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৭.৬:নির্ভরযোগ্য এবং সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা।						
১৮১	বিদ্যুতের বর্তমান চাহিদা মাফিক সারাদেশে বিদ্যুত সরবরাহ নিশ্চিত এবং ভবিষ্যত চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগ।	বিদ্যুৎবিভাগ	উৎপাদন ও সরবরাহে ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।	✓	✓	

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
*১৮২	আইসিটি স্থাপনা/অবকাঠামোসহ বিভিন্ন অফিস ও আবাসিক ভবনে বিদ্যুতের সাশ্রয় নিশ্চিতকরণে স্বয়ংক্রিয় (Auto On/ OffSwitch, Green Building ইত্যাদি) ব্যবস্থা চালু।	বিদ্যুৎবিভাগ	বিদ্যুৎ খরচ হ্রাস পাবে, লোডশেডিং কমবে,বাতাসে গ্রীণ হাউজ গ্যাসের পরিমাণ হ্রাস পাবে।	✓	✓	
*১৮৩	অফগ্রীড এলাকায় আইসিটি স্থাপনা ও অবকাঠামোর জন্য বিকল্প বিদ্যুৎ যেমন সৌর-বিদ্যুৎ, বায়ু-তাড়িত বিদ্যুৎ, জৈব-জ্বালানী, ইত্যাদি ব্যবহার-এর জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান।	বিদ্যুৎ বিভাগ	বিকল্প বিদ্যুৎ ব্যবহার উৎসাহিত হবে, বাতাসে গ্রীণ হাউজ গ্যাসের পরিমাণ হ্রাস পাবে।		✓	✓
*১৮৪	আইসিটি ইনকিউবেটর/হাইটেক পার্ক/ সফট্ওয়্যার টেকনোলজী পার্ক/আইটি পার্ক-এ নিরবিচ্ছিন্নও Redundant বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।	বিদ্যুৎবিভাগ	আইসিটি শিল্পের কার্যক্রম নিরবিচ্ছিন্নভাবে পরিচালনার সহায়ক হবে।	✓	✓	
১৮৫	সিস্টেম লস কমিয়ে আনার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ ও ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক প্রযুক্তি (যেমন: প্রিপেইড মিটার, স্বয়ংক্রিয় মিটার রিডিং পদ্ধতি) প্রচলন করতে হবে।	বিদ্যুৎবিভাগ	বিদ্যুৎ বিতরণে সিস্টেম লস কমে আসবে।			
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৭.৭: সকল সরকারি আইসিটি প্রকল্প অনুসরণ করবে এমন ইন্টার অপারেবিলিটি কাঠামো প্রবর্তন করা।						
**১৮৬	সকল আইসিটি প্রকল্পের জন্য ন্যাশনাল ই-গভর্নেন্স আর্কিটেকচার (National e-Governance Architecture) প্রণয়ন ও নিয়মিত হালনাগাদকরণ। এ বিষয়ে কর্মকর্তা/আইসিটি পেশাজীবীদের প্রশিক্ষণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ও আইসিটি অধিদপ্তর)	তথ্য ও সিস্টেমের দ্বৈততা হ্রাস হবে; সরকারি সংস্থাসমূহের মধ্যে তথ্য ও সফটওয়্যার আদান-প্রদানের পরিবেশ তৈরি হবে।	ন্যাশনাল ই-গভর্নেন্স আর্কিটেকচার-এর মানসহ স্পেসিফিকেশন ও সমাধান প্রণীত হবে।	ন্যাশনাল ই-গভর্নেন্স আর্কি টেকচার (NEA) চালু করতে হবে।	সকল ই-গভর্নেন্স প্রকল্পে ন্যাশনাল ই-গভর্নেন্স আর্কি টেকচার (NEA) স্থাপন করতে হবে।

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
১৮৭	ই-গভর্নেন্স ও ই-সেবা সংক্রান্ত প্রকল্পের দ্বৈততা (Duplication) পরিহার করার জন্য প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বে আইসিটি মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র নিতে হবে।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়সহ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ই-গভর্নেন্স ও ই-সেবা বিষয়ক কার্যক্রমে দ্বৈততা (Duplication) পরিহারের মাধ্যমে জাতীয় সম্পদের সাশ্রয় ঘটবে।	✔		
১৮৮	সকল সরকারি দপ্তর ন্যাশনাল ই-গভর্নেন্স আর্কিটেকচার অনুসরণ করে সফটওয়্যার ও ই-সেবা তৈরী করবে।	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর	ন্যাশনাল ই-গভর্নেন্স আর্কিটেকচার ব্যবহারের স্থায়ীত্ব নিশ্চিত হবে।	✔		
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৭.৮:তথ্য প্রযুক্তি, গণিত এবং ইংরেজী শিক্ষার মান উন্নীতকরণ।						
১৮৯	আইসিটি শিক্ষার ভিত সুসংহত করতে গণিত ও ইংরেজি শিক্ষকদের পেশাগত ও গুণগত মান উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	আইসিটি শিক্ষার মান আরো উন্নত হবে।		৫০%	৫০%
১৯০	দেশের ও বহির্বিশ্বের ই-লাইব্রেরীতে প্রবেশের জন্য সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও ইন্টারনেটসহ অন্যান্য সুবিধা (Journal Subscription etc.) নিশ্চিত করা।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	বিশ্বের অনলাইন জ্ঞানভান্ডারে সকল শিক্ষার্থী প্রবেশের সুযোগ পাবে।		৫০%	৫০%

উদ্দেশ্য #৮ : স্বাস্থ্যসেবা

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৮.১: জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।						
*১৯১	তথ্য আদান-প্রদান এর জন্য বিশেষায়িত হাসপাতাল ও অন্যান্য চিকিৎসা বিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে আইসিটি নেটওয়ার্ক তৈরী।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সকল স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানসহ যেনিজেদের মধ্যে তথ্য-উপাত্ত বিনিময় করতে পারবে	✔	✔	✔

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
১৯২	ব্যয় সাশ্রয়ী রোগ নির্ণয়, ও চিকিৎসা, স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধি, জবাবদিহিতা ও স্বচ্চতার জন্য হাসপাতালসমূহে আইসিটির সৃজনশীল ব্যবহার উৎসাহিত করতে হবে।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	চিকিৎসা ক্ষেত্রে আইসিটি'র ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে।	✔	✔	✔
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৮.২:স্বাস্থ্য সেবার মান নিশ্চিত করা।						
*১৯৩	স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নে চিকিৎসা বিজ্ঞানের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের সাথে জেলা পর্যায়ের সরকারি হাসপাতালসমূহের ভিডিও কনফারেন্সিং নেটওয়ার্ক স্থাপন।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	জেলা পর্যায়ের হাসপাতালসমূহে চিকিৎসা সেবার মান বৃদ্ধি পাবে।	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে ৫টি জেলা পর্যায়ের সরকারি হাসপাতালের ভিডিও কনফারেন্সিং	২০টি জেলা পর্যায়ের সরকারি হাসপাতালের ভিডিও কনফারেন্সিং	অন্যান্য সকল জেলার পর্যায়ের সরকারি হাসপাতালের ভিডিও কনফারেন্সিং
১৯৪	দেশে অনুমোদিত সকল ঔষধের নাম, রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের তালিকা, সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর।	স্বাস্থ্য সেবার মান বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।	✔	✔	✔
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৮.৩:টেলিমেডিসিন ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ব্যবস্থাপনা উন্নত করা।						
*১৯৫	হাসপাতালসমূহ থেকে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণকারী রোগীদের মেডিকেল রেকর্ড ইলেক্ট্রনিক্যালী সংরক্ষণের জন্য হাসপাতালে প্রয়োজনীয় আইসিটি অবকাঠামো ও এ্যাপ্লিকেশনস উন্নয়ন এবং ব্যবহার।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে অধিকতর কার্যকারিতা ওস্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে।	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক দুটি সরকারি হাসপাতালে পরীক্ষামূলক ভাবে চালু	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক দুটি সরকারি হাসপাতালে পরীক্ষামূলক ভাবে চালু	জেলা পর্যায়ে সকল হাসপাতালে চালু

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
**১৯৬	সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসা সেবা, চিকিৎসক, ভর্তি, ফি ও অন্যান্য তথ্যাদি অনলাইনে পাওয়ার জন্য ওয়েব ভিত্তিক ব্যবস্থা চালুকরণ।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	হাসাপাতালের চিকিৎসা সেবা সংক্রান্ত তথ্যাদি সহজলভ্য হবে।	প্রাথমিক পর্যায়ে হাসপাতালসমূহের সেবাগুলোর তালিকা, চিকিৎসক তালিকা, নির্ধারিত ফি ওয়েবসাইটে দেয়া হবে	সেকেন্ডারী ও টারশিয়ারী লেভেলের হাসপাতালে বাস্তবায়ন	সকল হাসপাতালের জন্য ওয়েবসাইট উন্নয়ন
১৯৭	হাসপাতালে জনবল, যন্ত্রাদি, স্বাস্থ্যসেবার অন্যান্য উপকরণ ইত্যাদিসহ হাসপাতাল ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার উন্নয়ন ও ব্যবহার এবং সকল সরকারি হাসপাতালের জন্য এ জাতীয় এ্যাপ্লিকেশনস সিসটেমএন্টারপ্রাইজ আকারে উন্নয়ন এবং সরকারি হাসপাতালে তা ব্যবহার করা।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	আইসিটিভিত্তিক সমন্বিত হাসপাতাল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নত হবে।	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক দুটি সরকারি হাসপাতালে পরীক্ষামূলক ভাবে চালু	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৬টি সরকারি হাসপাতালে পরীক্ষামূলক ভাবে চালু	সকল হাসপাতাল
*১৯৮	কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও উপজেলা হাসপাতাল পর্যায়ে টেলিমেডিসিন এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে টেলিডায়াগনস্টিক চালুকরণ।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	দক্ষ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের সমন্বয়ে স্বাস্থ্যসেবা নেটওয়ার্ক দেশের সব অঞ্চলে ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত হবে।	৫টি উপজেলা থেকে জেলা পর্যায়ের হাসপাতালে	৫০০ কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন পর্যায়ের স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে উপজেলা	সকল কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে উপজেলা
*১৯৯	রোগের প্রাদুর্ভাব এবং বিস্তারের পূর্বাভাস এবং স্বাস্থ্য খাতের পরিকল্পনা সহজতর করতে জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম্স (জিআইএস) এর ব্যবহার।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	স্বাস্থ্য খাতে দেশের জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন সহজতর হবে।	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানে চালুকরণ		

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
*২০০	স্বাস্থ্য সেবা প্রদান পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণের সুবিধার্থে আইসিটি কার্যক্রম সম্প্রসারণ।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	স্বাস্থ্য খাতের সেবার মান বৃদ্ধি পাবে।	স্বাস্থ্য খাতের জন্য উপযুক্ত মনিটরিং সফটওয়্যার উন্নয়ন এবং পরীক্ষামূলকভাবে দুটি হাসপাতালে চালুকরণ	১০টি হাসপাতালে চালুকরণ	সকল জেলা পর্যায়ের হাসপাতালে চালুকরণ।
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৮.৪: দুর্গম অঞ্চলসহ সকল পর্যায়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং শিশু, মাতৃ ও প্রজনন স্বাস্থ্যের উপর গুরুত্ব সহকারে পরিচর্যার সুবিধাসমূহ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা।						
*২০১	শিশু ও মাতৃসেবা, জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে আইসিটি'র ব্যবহার।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	জনগণের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরিস্থিতির উন্নতি হবে	সকল টেলিভিশন ও রেডিও চ্যানেলসহ কমিউনিটি রেডিওতে প্রচার	সকল গণমাধ্যমে প্রচার বৃদ্ধিকরণ	
*২০২	আইসিটি ভিত্তিকহেল্পলাইনের মাধ্যমে দ্রুত সাধারণ স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ প্রদান ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্য সেবা প্রদান।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	জনগণ বিশেষতঃ নারী, শিশু ও দুর্গম এলাকায় বসবাসকারী জনগণের জন্য স্বাস্থ্য পরামর্শ সহজলভ্য হবে।	✔	✔	✔
**২০৩	টেলিমেডিসিন এর মাধ্যমে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সাশ্রয়ীমূল্যে দ্রুত ও কার্যকরী সেবা প্রদানের ব্যবস্থা।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	উন্নত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত হবে।	জেলা শহরের উন্নতসেবা ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত দূরবর্তী টেলি-ডায়াগনস্টিক সেন্টার চালু হবে।	সকল উপজেলায় দূরবর্তী টেলি-ডায়াগনস্টিক সেন্টার চালু হবে।	ইউনিয়ন/ বিকাশমান ব্যবসাকেন্দ্রে দূরবর্তী টেলি-ডায়াগনস্টিক সেন্টার চালু হবে।

উদ্দেশ্য #৯ : পরিবেশ, জলবায়ু এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৯.১: পরিবেশ রক্ষায় আইসিটি প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগ উৎসাহিত করা।						
২০৪	প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারে রিমোট সেন্সিং, জিআইএস ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক পদ্ধতির ব্যবহার।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	আধুনিক উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বাড়বে।	পানি ও মৎস্য সম্পদ, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা	বন্য ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে	
২০৫	সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে অবহিতকরণ।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।	✔		
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৯.২: পরিবেশ-বান্ধব সবুজ প্রযুক্তি ব্যবহার করে পরিবেশ সংরক্ষণ উৎসাহিত করা।						
*২০৬	সরকারি ক্রয়ে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য মানের বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী আইসিটি যন্ত্রপাতি ক্রয়।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/সরকারি দপ্তর	অধিক হারে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে।	✔	✔	
২০৭	অবাঞ্ছিত ও অকেজো আইসিটি যন্ত্রাদির প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের জন্য মান নির্ধারণ ও প্রয়োগ। নিরাপদ ইলেকট্রনিক বর্জ্য খালাসের প্রক্রিয়া অনুসরণ।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	ইলেকট্রনিক বর্জ্যের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ রোধ হবে।	✔		
২০৮	দাপ্তরিক কাজে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতি ব্যবহার বৃদ্ধি করে কাগজের ব্যবহার হ্রাস করা।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ	কাগজ তৈরীতে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক উপাদান সংরক্ষণে সহায়ক হবে।	সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, বিভাগীয় ও জেলা প্রশাসন	সকল সরকারি দপ্তর	
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৯.৩: আইসিটি ভিত্তিক দুর্যোগ সতর্কীকরণ এবং ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি ব্যবহার করে নাগরিকদের প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করা।						
*২০৯	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও প্রশমনের জন্য আধুনিক প্রযুক্তিব্যবহার।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	দক্ষ ও কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা		✔	

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
*২১০	ওয়েব ভিত্তিক পরিবেশগত ছাড়পত্রসহ পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় অনলাইন ব্যবস্থা চালুকরণ।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।	✔		
**২১১	দুর্যোগে মোকাবেলার জন্য কমিউনিটি রেডিও, টেলিভিশন, মোবাইল প্রযুক্তি নির্ভর দুর্যোগ সতর্কীকরণ পদ্ধতি চালু।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, আবহাওয়া অধিদপ্তর	দ্রুততার সাথে এলাকা ভিত্তিক দুর্যোগ সতর্কীকরণ বার্তা প্রচার করা সম্ভব হবে।	দেশের ১০% এলাকা	দেশের ৫০% এলাকা	দেশের ১০০% এলাকা
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৯.৪:ইলেকট্রনিক বর্জ্যের নিরাপদ ব্যবস্থাপনা।						
২১২	পুরাতন পিসি, যন্ত্রাংশ ও আইসিটি যন্ত্রাদি হতে মূল্যবান ধাতু নিষ্কাশন করে পুনঃব্যবহারের জন্য প্লান্ট স্থাপন।	শিল্প মন্ত্রণালয়	পরিবেশ দূষণ রোধে সহায়ক হবে।		✔	
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৯.৫: ত্রাণ ব্যবস্থাপনা এবং দুর্যোগ পরবর্তী কার্যক্রমের তদারকি নিশ্চিত করা।						
২১৩	দুর্যোগ পরবর্তী অবস্থা মোকাবেলা, ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ এবং ত্রাণ সামগ্রির সুষম বণ্টনে আইসিটি ব্যবহার।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রশাসনিক দক্ষতা বাড়বে।	✔		

উদ্দেশ্য #১০: উৎপাদনশীলতা

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
কৌশলগত বিষয়বস্তু ১০.১: অর্থনীতিতে উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে নতুন ধারা প্রবর্তন করতে দ্রুত ই-কমার্স, ই-পেমেন্ট এবং ই-লেনদেন প্রবর্তন উৎসাহিত করা।						
২১৪	সকল ক্ষেত্রে ই-পেমেন্ট ও মোবাইল-পেমেন্ট চালু করার জন্য সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধন।	আইন ও অর্থ মন্ত্রণালয়সহ সকল মন্ত্রণালয়	সকল আর্থিক লেন-দেন দ্রুত, স্বচ্ছ ও সাশ্রয়ী হবে।	প্রতিটি মন্ত্রণালয় ২৫% আর্থিক লেন-দেন সম্পন্ন করবে	প্রতিটি মন্ত্রণালয় ১০০% আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন করবে	

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
**২১৫	সকল অফিসে ডিজিটাল স্বাক্ষর চালুকরণ।	সকল মন্ত্রণালয়	ই-কমার্স এপ্লিকেশনের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।	প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের ২৫% অফিসে ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তন করা	প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের ১০০% অফিসে ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তন করা	
*২১৬	ইলেক্ট্রনিক লেনদেন সংশ্লিষ্ট অপরাধ চিহ্নিতকরণ এবং নিরোধে বিচার বিভাগ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।	আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে লেনদেনের ক্ষেত্রে অপরাধ অনুসন্ধান ও বিচার সহজতর হবে।	পিএটিসি ও পুলিশ একাডেমিতে প্রশিক্ষণ চালুকরণ	ব্যাংকিং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট গুলোতে প্রশিক্ষণ চালুকরণ	✓
কৌশলগত বিষয়বস্তু ১০.২:দেশব্যাপী ক্ষুদ্র, মাঝারী ও ছোট আকারের শিল্প এবং কৃষিখাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য আইসিটির সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং উদ্ভাবনী ও প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব উৎসাহিত করা।						
২১৭	বাণিজ্য সহায়ক আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়নে সমীক্ষা পরিচালনা।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	ই-রেডিনেস পরিমাপ ও অবকাঠামো উন্নয়ন।	✓	✓	✓
২১৮	IT Enabled Services (ITES) এর উপযোগিতা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে সম্ভাব্য উদ্যোক্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি।	তথ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ও আইসিটি অধিদপ্তর)	টিভি, বেতার, কমিউনিটি রেডিও ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে নাগরিককে আইটি ব্যবহারের উপকারিতা বোঝাতে সহায়তা করবে।	✓	✓	✓
*২১৯	প্রতি বছর সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে আইসিটি বিষয়ক উদ্ভাবনীসমূহের প্রচারের জন্য বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ও ইন্টারনেট মেলা আয়োজন।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (আইসিটি অধিদপ্তর)	আইসিটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী বৃদ্ধি পাবে।	✓	✓	✓

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
২২০	শিল্পের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য দক্ষ জনবল উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি খাতের যৌথ উদ্যোগে আইসিটি'র মাধ্যমে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।	শিল্প মন্ত্রণালয়	শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবংমানবসম্পদ উন্নয়নের সহায়ক হবে।	✔	✔	✓
২২১	সকল বিভাগীয় সদরের জন্য আইসিটি-নির্ভর SMME মডেল চিহ্নিতকরণ, প্রতিষ্ঠা এবং এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান তৈরীতে উৎসাহিতকরণ।	শিল্প মন্ত্রণালয়	SMME-এর অনুকরণীয় মডেল তৈরি হবে।	✓	✓	✓
২২২	বাংলা ভাষায় কৃষি, খাদ্য এবং SMME বিষয়ক ডিজিটাল কনটেন্ট উন্নয়ন।	কৃষি মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়	উপযুক্ত বাংলা বিষয়বস্তু প্রস্তুত হবে। দেশীয় উদ্যোক্তাগণ সহজ পন্থায় তথ্যব্যবহারের সুবিধা পাবে।	✔	✔	✓
২২৩	SMME-র জন্য ই-কমার্স ব্যবস্থা চালুকরণ।	শিল্প মন্ত্রণালয়	SMME উদ্যোক্তাদের বাজার সম্প্রসারণ হবে।	✔	✓	✓
২২৪	সামাজিক নেটওয়ার্ক তৈরির মাধ্যমে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, দুর্যোগ, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ, শস্য সংরক্ষণ, জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সম্পর্কিত স্বকীয় জ্ঞান এবং উদ্ভাবনসমূহ আদান-প্রদান।	কৃষি মন্ত্রণালয় (কৃষি তথ্য সার্ভিস,কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর)	কমিউনিটি রেডিও, মোবাইল, টেলিসেন্টার, ওয়েব ভিত্তিক নেটওয়ার্ক গড়ে উঠবে।	✔		

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
কৌশলগত বিষয়বস্তু ১০.৩: আইসিটি'র সর্বাধুনিক কৌশল ব্যবহার এবং বাজার-সংবাদ সঞ্চালনের মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সরবরাহ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।						
২২৫	বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় সরবরাহ ব্যবস্থাপনাসহ কৃষিখাতের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিয়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (SME) জন্য আইসিটি নির্ভররিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা।	শিল্প মন্ত্রণালয়	কৃষি ভিত্তিক ক্ষুদ্র-মাঝারী শিল্পের সক্ষমতা বৃদ্ধি	সকল জেলা, ২৫% উপজেলা	১০০% উপজেলা	
২২৬	কৃষি খাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ও জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্যে প্রবাসী বাংলাদেশী এবং আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে বিনিময় কার্যক্রম গ্রহণ।	কৃষি মন্ত্রণালয়	অধিক বিকশিত অর্থনীতি/শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে জ্ঞান আদান-প্রদান বৃদ্ধি পাবে।	TEIN3, BDREN নেটওয়ার্ক এর সুবিধা ব্যবহার করতে হবে।	✔	✔
২২৭	আইসিটি ব্যবহার করে কৃষক ও শ্রমিকদের আধুনিক প্রযুক্তি, ঋণ ব্যবস্থা, আর্থিক সহায়তা ইত্যাদি সম্পর্কিত অনলাইন প্রশিক্ষণ প্রদান।	কৃষি মন্ত্রণালয়	দ্রুত ও সাশ্রয়ী উপায়ে কৃষক ও শ্রমিকদের সক্ষমতা উন্নয়ন হবে।	✔	✔	✔
২২৮	উৎপাদন এবং কৃষি প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের জন্য কৃষকের প্রয়োজনের আলোকে উন্নয়নকৃত দূরশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষকদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ।	কৃষি মন্ত্রণালয়	স্থানীয় প্রয়োজনের ভিত্তিতে কৃষকদের ক্ষমতা উন্নয়ন হবে এবং অন্যান্য স্থানীয় অগ্রাধিকার-কে আবর্ত পঞ্জিকাতে স্থান দিবে।	✔	✔	✔
২২৯	কৃষি পণ্যের চাহিদা-সরবরাহ এবং বাজার সম্পর্কিত real-time তথ্য সহজলভ্য করা।	কৃষি মন্ত্রণালয় (কৃষি বিপণন অধিদপ্তর)	Real-time বাজারদর ও ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি সহায়ক হবে। সরবরাহ কাঠামো সমৃদ্ধ হবে এবং মধ্যস্বত্বভোগী অপসারিত হবে।	✔	✔	✔

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
২৩০	অঞ্চলভিত্তিক শস্য উৎপাদনের উপযোগিতা, ল্যান্ড জোনিং, মাটির উর্বরতা শক্তি এবং সার প্রয়োগের মাত্রা সম্পর্কিত তথ্যাদি বিশ্লেষণের জন্য জি-আই-এস ভিত্তিক মৃত্তিকা ম্যাপিং পদ্ধতি ব্যবহার।	কৃষি মন্ত্রণালয় (SRDI)	এলাকা-ভিত্তিক উপযুক্ত শস্য উৎপাদন এবং মাটির যথাযথ ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে।	✔	✔	✔
*২৩১	প্রাণিসম্পদ, হাঁস, মুরগী এবং মৎস্য সম্পদের দ্রুত রোগনির্ণয় এবং চিকিৎসার সুবিধার্থে তথ্য ভান্ডার উন্নয়ন।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	ক্ষেত্র-ভিত্তিক ব্যবসায়িক ক্ষতি হ্রাস পাবে।	✔	✔	✔
২৩২	কৃষক এবং কৃষিপণ্যের ব্যবসার জন্য মোবাইলসহ অন্যান্য তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থাকরণ।	বাংলাদেশ ব্যাংক	ব্যয়সাশ্রয়ী পন্থায় ঋণ প্রাপ্তি সম্ভব হবে এবং গ্রামাঞ্চলে ব্যাংকিং ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হবে।	কিছু ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলকভাবে চালু করতে হবে।	দেশের ৫০% জেলায় চালুকরণ।	সমগ্র দেশে
কৌশলগত বিষয়বস্তু ১০.৪: ইআরপি এপ্লিকেশন ব্যবহার করে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং উন্নত তদারকি, দক্ষতার ঘাটতি চিহ্নিতকরণ, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ এবং আধুনিক শিল্প পরিচালন নিশ্চিত করা।						
২৩৩	খাত-ভিত্তিক ERP (এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং) প্রবর্তনে প্রকল্প গ্রহণ।	শিল্প মন্ত্রণালয়	উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং কার্যকর তদারকি ব্যবস্থা চালু হবে।	৫ টি খাতে ৫টি প্রকল্প বাস্তবায়ন	৫০টি প্রকল্প বাস্তবায়ন	সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে
২৩৪	জ্বালানীর দক্ষ ব্যবহার, আন্তর্জাতিক মান যেমন ISO বিষয়ে যোগ্যতা, লিন, সিক্স সিগমা, আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি, ইত্যাদি সংক্রান্ত ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরিকরণ।	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়	সেবার মান উন্নয়ন ও স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণের ব্যাপারে শিল্পোদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান।	✔		

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
কৌশলগত বিষয়বস্তু ১০.৫: পরিচালনা পদ্ধতি এবং ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমের অধিকতর অটোমেশনের মাধ্যমে সেবাখাতে টেকসই উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করা।						
২৩৫	খাত-ভিত্তিক এমআইএস (MIS) প্রবর্তনের জন্য পরীক্ষামূলক প্রকল্প গ্রহণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল) (বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ও আইসিটি অধিদপ্তর)	খাত ভিত্তিক তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু হবে।	শিল্পোদ্যোক্তাদের জন্য একটি এপ্লিকেশনস সার্ভিসেস সিস্টেম উন্নয়ন।	কৃষি, খাদ্য, ও স্বাস্থ্য খাতে ৩টি পরীক্ষামূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন।	পরীক্ষামূলক ভাবে ১০টি প্রকল্প বাস্তবায়ন।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd